ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-323 ■ 31 August, 2024 ■ আগরতলা ৩১ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ১৪ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বৈঠক

ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন শীঘ্রই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জমা দেবার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, খোয়াই, ৩০ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় বন্যা কবলিত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়নে গত ২৮ আগস্ট রাজ্যে আসে আন্তঃমন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। দুইদিনে চার জেলার বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন শেষে শুক্রবার সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহার সাথে দেখা করে এই প্রতিনিধি দল।

আলোচনায় এই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছে যে বন্যা পরিস্থিতি এবং এর ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির একটি প্রতিবেদন শীঘ্রই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে জমা দেওয়া হবে।

বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য রাজ্য সরকারের অনুরোধ ক্রমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পাঠানো দলটি গত দুদিন ধরে দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতি, সিপাহীজলা এবং খোয়াইয়ের বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই কেন্দ্রীয় দলের রিপোর্ট ত্রিপুরার বন্যা-দুর্গত মানুষের জন্য আরও সাহায্য ও সহায়তার ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এদিকে, রাজ্যের বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আন্ত:মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল আজও পৃথকভাবে শান্তিরবাজার মহকুমা, সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন এলাকা এবং খোয়াই জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ কৃষিজমি, সড়ক যোগাযোগ, পানীয়জল, বিদ্যুৎ পরিকাঠামো প্রভৃতি ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিনিধিদল ত্রাণ শিবিরে গিয়ে বন্যা দুর্গতদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের চেয়ারম্যান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্মসচিব (ফরেনার্স) বি সি যোশী, কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জিন্টু দাস, কলকাতা এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা (দিশা) উমেশ কুমার রাম আজ প্রথমে শান্তিরবাজার মহকুমার বগাফার ছয়ঘড়িয়া ভিলেজ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, অশ্বিনী ত্রিপুরা পাড়া জেবি স্কুলে ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন। বন্যার সময় ভূমিধসে নিহত ৭ জনের পরিবার পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর প্রতিনিধিদলটি সিপাহীজলা জেলার মোহনভোগ ব্লকে জিরাতলী বাজার এলাকায় কামরাঙ্গাতলী লোহার সেতুর জায়গাটি পরিদর্শন করেন।

গোমতী নদীর উপরে থাকা এই সেতুটি বন্যার সময় সম্পূর্ণভাবে ভেসে গেছে। প্রতিনিধিদলটি এরপর মেলাঘর চরের সব্জি চাষের জমি, তেলকাজলা এলাকায় মাছ চাষের জলাশয়, কলমক্ষেত এলাকায় চাষের জমি প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। ঘ্রাণতলী এসবি স্কুল বাড়িটিতে এখনও বন্যার জল জমে আছে। প্রতিনিধিগণ এই স্কুলটিও পরিদর্শন করেন। সোনামুড়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ত্রাণ শিবির, কাঁঠালিয়ার উত্তর মহেশপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, খলিবাড়ি এডিসি ভিলেজে বন্যার সময় ঘর ভেঙ্গে আহত বিশুরাই ত্রিপুরার বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং আহত দুইজনের সঙ্গে কথা বলেন। তাছাড়া বেজিমারা এলাকায় মৎস্যচাষের জলাশয়ও প্রতিনিধিগণ পরিদর্শন করেন।

শান্তিরবাজার মহকুমার বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনের সময় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক স্মিতা মল, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক মনোজ কুমার সাহা, সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনের সময় সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক জয়ন্ত দে, মহকুমা শাসকগণ, বিডিওগণ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য অর্থমন্ত্রকের ব্যয় দপ্তরের উপঅধিকর্তা মহেশ কুমার, সড়ক পরিবহণ এবং হাইওয়ে মন্ত্রকের গুয়াহাটি আঞ্চলিক অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পি কে মিনা এবং জলশক্তি মন্ত্রকের অধিকর্তা শশাঙ্ক ভূষণ আজ সকাল থেকে খোয়াই জেলার বন্যা দুর্গত বিভিন্ন এলাকা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বন্যায় মৃতদের দুই লাখ টাকা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট ।। ভয়াবহ বন্যায় মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার বন্যায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের নিকটাত্মীয়দের জন্য প্রাইম মিনিস্টার ন্যাশলাল রিলিফ ফান্ড থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহতদের জন্য ৫০, ০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করার ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

শুক্রবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বার্তায় এই খবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এর পাশাপাশি এই সহায়তা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ সাহা। তিনি বলেন, আপনার সহানুভূতি এই কঠিন সময়ে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করেছে।

আজ বিচার বিভাগের জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লী, ৩০ আগস্ট ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল ৩১ আগস্ট তারিখে নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে সকাল ১০-টায় জেলা বিচার বিভাগের জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। এই উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তিকে স্মরণীয় রাখতে একটি স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রা উন্মোচন করবেন।

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক আয়োজিত দুই দিনের এই সম্মেলনে পাঁচটি কার্যবাহী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এই অধিবেশনগুলোতে জেলা বিচার বিভাগ সম্পর্কিত বিষয়গুলি যেমন পরিকাঠামো এবং মানবসম্পদ, সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক আদালত কক্ষ, বিচার বিভাগীয় নিরাপত্তা এবং বিচারিক সুস্থতা, মামলার বিষয়, ব্যবস্থাপনা এবং বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতি, কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব), ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি সহ অন্যান্যরা উপস্থিত থাকবেন।

বাংলাদেশী নাগরিক সহ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কলকলিয়া বিওপি এলাকা থেকে এক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিএসএফ জওয়ানরা।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা।

অপর পৃথক অভিযানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিওপি করমাটিলা এবং বিওপি সমরগঞ্জের বিএসএফ সৈন্যরা ৩৩ লক্ষ টাকার সিগারেট জব্দ করেছে।

এমবিবি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক সংক্রান্ত বিষয়ে

সাংসদ বিপ্লব দেবকে চিঠি কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। সর্বশেষ রাজ্য সভার সাংসদ হিসেবে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঘোষণার দাবি উত্থাপন করেছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এর অগ্রগতি সম্পর্কে পত্র মারফত সাংসদকে অবগত করলেন কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন প্রতি মন্ত্রী, মুরলীধর মোহর। তিনি জানান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের (রাজস্ব বিভাগ) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আগরতলা বিমানবন্দরকে ০৪.০১.২০২৩ থেকে কাস্টম নোটিফায়েড বিমানবন্দর হিসাবে অবহিত করা হয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দরকে ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট (আইসিপি) হিসাবে ঘোষণা করার জন্য এই মন্ত্রক ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দ্বারা নির্ধারিত সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছে এবং এই ঘোষণার প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ করেছে। আগরতলা বিমানবন্দরকে ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট হিসেবে ঘোষণা করার একটি প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। তিনি আরও জানান, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিষয়টি বিমানবন্দরের ট্রাফিক ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার জন্য এয়ারলাইন্সের চাহিদা এবং দ্বিপাক্ষিক বিমান পরিষেবা চুক্তির উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে রয়েছে গ্রাউন্ড লাইটিং সুবিধা, ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম, রানওয়ের দৈর্ঘ্য, অভিবাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত।

গাঁজা সহ আটক তিন মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ১৮ কেজি গাঁজা সহ ৩ মহিলাকে আটক করেছে বোধজংনগর থানার পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে বোধজংনগর থানার অন্তর্গত বনিক্য চৌমুণীতে একটি মারুতি ওমনি গাড়ি থেকে ১৮ কেজি গাঁজা সহ ৩ জন মহিলাকে আটক করে নিয়ে আসেন থানায় বোধজংনগর থানার পুলিশ।এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন বোধজংনগর থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা। এই

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনগর পঞ্চায়েতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে ধুন্ধুমার, আহত নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট ।। কদমতলা ব্লকের রাজনগর পঞ্চায়েতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটেছে। অনুষ্ঠানের পর প্রায় ৯ জন বিজেপি নেতাকর্মীদের বেধড়ক মারধর করেছেন কংগ্রেস ও সিপিএমের কর্মীরা। এমনটাই অভিযোগ তুলে কদমতলা থানা ঘেরাও করে বিজেপি কর্মীরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ কদমতলা ব্লকের রাজনগর পঞ্চায়েতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই পঞ্চায়েতে বিজেপি ৫টি আসন, কংগ্রেস ৪টি, সিপিএম ২টি আসনে জয়ী হয়েছেন।

পর্বতী সময়ে সর্বসম্মতিক্রমে পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই মোতাবেক আজ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

কিন্তু তারপর রাজনগর কমিটি হলে বামগ্রেসের কর্মীরা হঠাৎ বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছেন। তাতে নয়জন বিজেপি দলের কর্মী আহত হয়েছেন। সাথে সাথে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরই প্রতিবাদে কদমতলা থানা ঘেরাও করে বিজেপি কর্মীরা।

বছর বাঁচাও পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাশের হার বেড়েছে ঃ পর্ষদ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট ।। বছর বাঁচাও পরীক্ষার ফলাফলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পাশের হার বেড়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনের এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে পর্ষদ সভাপতি ড় ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী জানান, পাশের হার বেড়ে মাধ্যমিকে ৯৩.২ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৯২.৮৬ শতাংশ হয়েছে।

এদিন তিনি জানান, এবছর উচ্চমাধ্যমিকে পুণঃমূল্যায়ণের পর ৩৮১৭ জন ছাত্র ছাত্রী বছর বাঁচাও পরীক্ষায় বসেছিল। তিন বিভাগ মিলে মোট ৩৮১৭ জন পরীর্কার্থী বসেছিল। তাতে পরীক্ষায় পাশ করেছে ৩৩৪৫ জন ছাত্র ছাত্রী। ফেল করেছে ৪৭২ জন।

একইভাবে মাধ্যমিককে পুণঃ মূল্যায়ণের পর ২৭৬৪ জন ছাত্র ছাত্রী বছর বাঁচাও পরীক্ষায় বসেছিল। পরীক্ষায় পাশ করেছে ১৮৮৮ জন ছাত্র ছাত্রী। ফেল করেছে ৬৮ জন। তাতে দেখা যাচ্ছে বছর বাঁচাও পরীক্ষার পর পাশের হার কিছুটা বেড়েছে।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে পর্ষদ সচিব বলেন, এবছর মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩৩ হাজার ৭৩৯ জন। ফাইন্যালে পাশ করেছে মোট ২৯ হাজার ৫৫৫ জন। পাশের হার দাঁড়িয়েছে ৮৭.৫৯ শতাংশ। বছর বাচাঁও পরীক্ষার পর পাশের করেছে ১৮৮৮ জন। পাশের হার দাড়িয়েছে ৯৩.২ শতাংশ।

তেমনি, এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২৫ হাজার ৩৫০ জন। তারমধ্যে পাশ করেছে ২০ হাজার ৯৫ জন। পুনঃ মূলায়নের পর একজন পাশ করেছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শারীরিক নির্যাতনের শিকার ১৪ বছরের নাবালিকা, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ আগস্ট।। পশ্চিমবঙ্গে আর জি করের ঘটনা নিয়ে ভারতবর্ষ যখন তোলপাড় , ঠিক এই সময়ে মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে তথা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সাব্রুম মহকুমা, মনু বাজার থানার অন্তর্গত কালী বাজার এলাকায় আপন মাসির সাহায্যে শারীরিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে এক উপজাতি নাবালিকা মেয়ে।

মুহুরিপুর এলাকার উপজাতি নাবালিকা মেয়েটি ঘুরতে আসে মাসীর বাড়িতে। কিন্তু মাসি সুপ্রিয়া ত্রিপুরা ও মেসো সুকান্ত ত্রিপুরা ওই ১৪ বছরের নাবালিকাকে একটি ছেলের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়, শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করার জন্য।

তার কিছুদিন পর পুনরায় ২৪ জুলাই রাত্রিবেলা ঐ নাবালিকা উপজাতি মেয়েটিকে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয় মাসি। মেয়েটি ওই ছেলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির প্রধান ও উপপ্রধান পদে ঘোষিত প্রার্থীরা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ঃ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট ।। শাসক দল বিজেপির প্রধান ও উপপ্রধান পদে ঘোষিত প্রার্থীরা দূর্নীতিতে নিমজ্জিত। তাই সাধারণ তাঁদের মেনে নিচ্ছেন না। ফলে, পঞ্চায়েত গঠন নিয়ে রাজ্যে বর্তমানে দাবানলের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আজ অজিত রায় চৌধুরীর শহিদান দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্মরণসভায় আবারো সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন।

আজ ডি ওয়াই এফ আই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে শহিদ অজিত রায় চৌধুরীর শহিদান দিবস উপলক্ষ্যে সি পি আই (এম) যোগেন্দ্রনগর অঞ্চল কার্যালয়ে স্মরণ সভা ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, পার্টির ডুকলি মহকুমা সম্পাদক নারায়ণ দেব, রাজ্য কমিটির সদস্য সমর চক্রবর্তী, ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব, ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সভাপতি অরিন্দম বিশ্বাস, সম্পাদক শুভংকর মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, ১৯৮৯ সালের ৩০-শে আগস্ট ঘাতক বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন ডঃ অজিত রায় চৌধুরী। পঞ্চায়েত রক্ষার্থে নিজে আত্মবলিদান দিয়েছেন।

এদিন জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরা বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর একটি নির্বাচনও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি। জনগণের অধিকার হরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জবরদখল করে ৭০ শতাংশ আসন দখল করে নিয়েছে। তারপর ৩০ শতাংশ আসনে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সংঘটিত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শপথ অনুষ্ঠান বয়কট মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ আগস্ট ।। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করল শাসকদলের শরিক দল তিপ্রা মথা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার দিনেরবেলা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল আরালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েত অফিসার সহ সবাই উপস্থিত ছিলেন আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যাগণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথা দলের নেতৃত্ব সহকর্মী সমর্থকরা এবং উপস্থিত ছিল প্রচুর পরিমাণে বিজেপি কর্মী সমর্থকরাও। কিন্তু শাসকের শরিক হয়েও শাসকদলের বসার জন্য শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে চেয়ার থাকলেও শাসকের শরিক তিপ্রা মথা দলের পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং কর্মী সমর্থক ও নেতৃত্বদের জন্য বসার কোন জায়গা ছিল না। যার ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে তিপ্রা মথা দলের চড়িলাম ব্লক সভাপতি বুদ্ধ দেববর্মা সহ অন্যান্য সমস্ত কর্মী সমর্থকরা এবং পঞ্চায়েতের নির্বাচিত তিপ্রা মথা দলের প্রতিনিধিরাও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। এক কথায় তারা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করেছেন বলে জানিয়েছেন তিপ্রা মথা দলের ব্লক সভাপতি বুদ্ধদেব বর্মা।

তিনি আরো অভিযোগ করেন চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনা ছিল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। তিনি চড়িলাম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কৃতিকা সাহার কাছে ও বিষয়টি জানাবেন এবং

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ৩১ আগস্ট ২০২৪ ইং
১৪ ভাদ্র, শনিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

লক্ষ্মণরেখা' টপকে হাসিনাকে 'হরণ ?

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকিলেও অতি সহজে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ করিবে না ভারত। শেখ হাসিনা ভারতে অতিথির মর্যাদায় অবস্থান করিতেছেন। শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। দীর্ঘদিনের কোন বন্ধুকে অতি সহজেই বিপদে ফেলিয়া দিবে এমন মানসিকতা ভারতের নাই। ভারত সর্বশক্তি দিয়া পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত। ২০১৩ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রহিয়াছে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি। অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্তকে পরস্পর পরস্পরের হাতে তুলিয়া দিবে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও এখনও পর্যন্ত মোট ৭১টি মামলা করা হইয়াছে বাংলাদেশে। এখন ভারতের লক্ষ্মণরেখার মধ্যেই আছেন হাসিনা। প্রত্যর্পণ চুক্তি ব্যবহার করে কি সেই লক্ষ্মণরেখার মধ্য থেকে হাসিনাকে হরণ করিতে পারিবে বাংলাদেশ?

প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে শেখ হাসিনার ঢাকা ছাড়িয়া ভারতে আসার পর এক সপ্তাহও কাটেনি। সেই সময়ই নয়া দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অস্বস্তিকর প্রশ্নটার মুখে পড়িতে হইয়াছিল বিদেশ দফতরের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে। বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় যদি ভারতের কাছে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরাইয়া দেওয়ার আবেদন করে ঢাকা, তাহা হইলে নয়া দিল্লি কি তাহা মানিয়া নিবে? হাসিনাকে তুলিয়া দিবে বাংলাদেশের নয়া শাসকদের হাতে? জবাবে রণধীর জয়সওয়াল বলিয়াছিলেন, প্রত্যর্পণের প্রশ্নটা 'হাইপোথেটিক্যাল', অর্থাৎ, পুরোপুরি কাল্পনিক। কাল্পনিক কোনও প্রশ্নের জবাব ভারত দেয় না। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কোনও জবাব না দিয়া, এড়াইয়া গিয়াছিলেন তিনি। তবে, খুব বেশিদিন কি এই প্রশ্নটা 'হাইপোথেটিক্যাল' থাকিবে? কূটনৈতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা জানাইয়াছেন, এই ধরনের অনুরোধ কিন্তু ঢাকার তরফ থেকে যে কোনও দিন আসিতে পারে। কার্যত সেই প্রক্রিয়া শুরু হইয়া গিয়েছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গত কয়েক সপ্তাহে একের পর এক মামলা রুজু হইয়াছে বাংলাদেশে। সেই সঙ্গে বাতিল করা হইতেছে তাঁহার কূটনৈতিক পাসপোর্টও। তাহা হইলে কি বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি মানিয়া বাংলাদেশের হাতে হাসিনাকে তুলিয়া দিতে বাধ্য হইবে দিল্লি? অনেক ক্ষেত্রেই কোনও একটি দেশের আইনে অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত কোনও ব্যক্তি, বন্দিত্ব এড়াইতে অন্য কোনও দেশে আশ্রয় নেয়। ওই ব্যক্তিকে প্রথম দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দুই দেশের মধ্যে অনেক সময়ই একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। একেই বলে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি। এই ধরনের চুক্তির আওতাতেই, পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী তথা হিরে ব্যবসায়ী মেহুল চোকসিকে ব্রিটেন থেকে ভারতে ফেরানোর আবেদন করিয়াছে নয়া দিল্লি। একই ধরনের চুক্তি রহিয়াছে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেও। তখনও নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসেননি। ২০১৩ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং এবং বাংলাদেশের শেখ হাসিনা। সেই সময়ই দুই দেশের মধ্যে অপরাধী হস্তান্তরের এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। বাংলাদেশ চাইলেই ভারত তাহা মানিয়া নিবে, এমনটা নয়। শেখ হাসিনা ভারতের দীর্ঘদিনের বন্ধু। রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে ভারতের সবথেকে আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ততের মধ্যে অন্যতম। ফলে তাঁহাকে বিচারের জন্য বা দন্ডিত করিবার জন্য বাংলাদেশের হাতে ভারত তুলিয়া দিবে, এই সম্ভাবনা কার্যত নাই বলিলেই চলে। তাছাড়া, বিপদের মুহূর্তে যেভাবে ভারত শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়াইয়াছে, সেটাই ভারতের নীতি। ভারতকে এভাবেই চিনে গোটা বিশ্ব। হাসিনাকে কখনই আরও বড় বিপদে ফেলিতে চাইবে না নয়া দিল্লি। এই মুহূর্তে শেখ হাসিনার পাশে যদি ভারত না দাঁড়ায়, সেই ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যত্রও ভারতের বন্ধু দেশের নেতাদের নয়া দিল্লির উপর থেকে বিশ্বাস টলিয়া যাইতে পারে। আস্থা নষ্ট হইতে পারে। কূটনৈতিক স্বার্থে ভারত তা চাইবে না।এই ধরনের সব চুক্তির ক্ষেত্রেই নানা ফাঁকফোকরকে কাজে লাগাইয়া আইনি বিশেষজ্ঞরা বিষয়গুলিকে কয়েক মাস বা বছরের পর বছর ধরিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন। শেখ হাসিনাকে নিয়া ঢাকার অনুরোধ আসিলে, ভারতও কয়েক বছরের জন্য সেই অনুরোধ ঝুলাইয়া রাখিতে পারে। আর মনে মনে প্রার্থনা করিতে পারে, তাহার মধ্যে শেখ হাসিনা ভারত ছাড়িয়া অন্য কোনও দেশের পাড়ি দিন। সেই ক্ষেত্রে দিল্লির আর কোনও দায় থাকিবে না।

অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজ্যপাল বোসের, জল্পনা বঙ্গ রাজনীতিতে

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর ইস্যুতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ যখন উত্তাল, এমতাবস্থায় শুক্রবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে রাজ্যপালের বোসের এই সাক্ষাৎকে ঘিরে বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জল্পনা। শুক্রবার সকালে বঙ্গ ভবন থেকে বেরিয়ে সোজা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে যান রাজ্যপাল বোস।সূত্রের খবর, নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। শাহের সঙ্গে আর জি করের ঘটনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারেন বোস। কারণ, বৃহস্পতিবারই এই সংক্রান্ত অভিযোগ জানিয়ে তাঁকে চিঠি দিয়ে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার এবং বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শাহের সঙ্গে দেখা করতে বৃহস্পতিবারই দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে নামেন তিনি। ছিলেন বঙ্গভবনে। শুক্রবার সকালে সেখান থেকে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে।

অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজ্যপাল বোসের, জল্পনা বঙ্গ রাজনীতিতে

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর ইস্যুতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ যখন উত্তাল, এমতাবস্থায় শুক্রবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে রাজ্যপালের বোসের এই সাক্ষাৎকে ঘিরে বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জল্পনা। শুক্রবার সকালে বঙ্গ ভবন থেকে বেরিয়ে সোজা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে যান রাজ্যপাল বোস।সূত্রের খবর, নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। শাহের সঙ্গে আর জি করের ঘটনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারেন বোস। কারণ, বৃহস্পতিবারই এই সংক্রান্ত অভিযোগ জানিয়ে তাঁকে চিঠি দিয়ে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার এবং বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শাহের সঙ্গে দেখা করতে বৃহস্পতিবারই দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল।

শেখ মুজিব ছাড়াও বিশ্বে যে ক্ষমতাবানদের ভাস্কর্য বা মূর্তি ভাঙা হয়েছে

রেহান ফজল

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙার এবং জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়ার দৃশ্য দেখেছে গোটা বিশ্ব।

তবে বাংলাদেশে যে চিত্র দেখা গিয়েছে তা বিরল নয়। এর আগে বিভিন্ন সময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সেই সমস্ত ব্যক্তিত্বদের ভাস্কর্য বা মূর্তিকে এভাবে নিশানা করা হয়েছে যাদের কোনও এক যুগে সেখানকার মানুষ অত্যন্ত সম্মান করতেন বা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন।

কিন্তু ক্ষমতার পালাবদলের পর মানুষজনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে তাদের ভাস্কর্য বা মূর্তির ওপরে। বাগদাদে সাদ্দাম হোসেনের মূর্তি ভাঙা

২০০৩ সালে যখন মার্কিন ট্যাঙ্ক ইরাকের রাজধানী বাগদাদে ঢুকে সাদ্দাম হোসেনের সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে, তখন চারদিকে আনন্দের পরিবেশ দেখা গিয়েছিল। এরপর ফিরদৌস স্কোয়্যারে সাদ্দাম হোসেনের যে বিশাল মূর্তি ছিল সেটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন ইরাকের মানুষ। কিন্তু তাতে তারা সফল হননি। তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন সেখানে উপস্থিত মার্কিন সেনারা। সাদ্দাম হোসেনের ১২ মিটার উঁচু এই মূর্তি ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে নির্মাণ করা হয়েছিল। মার্কিন সেনারা সাদ্দাম হোসেনের মূর্তির গলায় লোহার শিকল জড়িয়ে এম৮৮ সাঁজোয়া যানের সঙ্গে বেঁধে টেনে নিয়ে যায়। এরপর ভেঙে পড়ে ওই মূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জড়ো হওয়া জনতা মূর্তির টুকরো সংগ্রহ করতে থাকেন। ভাঙা মূর্তির টুকরোতে জুতো দিয়ে আঘাত করতে করতে বাগদাদের রাস্তায় প্যারেড করতে দেখা যায় জনতাকে। এই দৃশ্য বিশ্বের সব টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি দেখানো হয়েছিল। সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতার অবসানের প্রতীক হিসাবে মনে করা হয়েছিল এই পুরো বিষয়টাকে।

এই ঘটনার সঙ্গে অনেকেই তুলনা করেছিলেন ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে বিপ্লবের প্রচেষ্টার যেখানে স্ট্যালিনের একটা মূর্তি ভাঙা হয়েছিল। বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন।

গাদ্দাফির মূর্তি ভাঙা

এই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল ২০১১ সালে লিবিয়ার স্বৈরশাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফির বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের সময়। ওই সময় ত্রিপোলির বাব আল-আজিজিয়া প্রাঙ্গণে ঢুকে তার মূর্তির মাথা ভেঙে ফেলার পর সেটা পদদলিত করার দৃশ্য ধরা পড়েছিল।

সেই বছর ২৩ আগস্ট ওই প্রাঙ্গণে মোতায়েন রক্ষীরা বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

গাদ্দাফির মৃত্যুর পর এই প্রাঙ্গণকে পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তর করা হয়। হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ হতে থাকে এই স্থান দেখার জন্য। ইউক্রেনে ভূলুণ্ঠিত লেনিনের মূর্তি ২০১৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ইউক্রেনের খারকিভে প্রায় পাঁচ হাজার বিক্ষোভকারী ভ্লাদিমির লেনিনের একটা মূর্তি হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে মাটিতে ফেলে দেয়।

এই পুরো কাজটা করতে তাদের সময় লেগেছিল প্রায় চার ঘণ্টা। ১৯৬৩ সালে তৈরি হয়েছিল এই মূর্তি যার নকশা করেছিলেন আলেকজান্ডার সিডোরেঙ্কো।

লেনিনের মূর্তি ভেঙে ভূলুণ্ঠিত করে দেওয়ার পর সেখানে জড়ো হওয়া জনতা মূর্তির টুকরোগুলো স্মারক হিসেবে সংগ্রহ করতে শুরু করে। সেখানে ইউক্রেনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপরই শুরু হয়ে যায় দেশজুড়ে লেনিনের মূর্তি ভাঙার প্রক্রিয়া। ইথিওপিয়ায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি

লেনিনের ভাস্কর্যের অনুরূপ পরিণতি দেখা গিয়েছে ইথিওপিয়ায়। সেখানকার রাজধানী আদিস আবাবার পৌরসভার একটা গ্যারেজে রুশ নেতা লেনিনের একটা মূর্তি রয়েছে। পিঠের উপর ভর করে পড়ে আছে সেই মূর্তি। তার চারপাশে অসংখ্য মাকড়সার জাল আর পেট্রোলের খালি করা পিপে।

খুব কম মানুষই সেই মূর্তি দেখতে আসেন। আর যারা আসেন তাদের সেখানে উপস্থিত কর্মীরা লেনিনকে "না জাগানোর" জন্য সতর্ক করেন।

প্রসঙ্গত, লেনিনের এই মূর্তি শুধু বড়ই নয়, ভারীও। সেটা টেনে নামাতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। দড়ি বেঁধে এই মূর্তিকে সরানো সম্ভব হয়নি। এই মূর্তিকে তার জায়গা থেকে সরানোর জন্য যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে বার্লিন প্রাচীর পতনের পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই একই দৃশ্য দেখা গিয়েছে। বারেবারে ভেঙে ফেলা হয়েছে লেনিনের মূর্তি। ঠিক একই চিত্র দেখা গিয়েছিল আলবেনিয়ায়। সেখানে ৪০ বছর ধরে ওই দেশ শাসন করা এনভার হোক্সার বেশ কয়েকটা মূর্তিও ভেঙে ফেলা হয়।

ফেলিক্স জেরনস্কির মূর্তি সরিয়ে ফেলা ১৯৯১ সালে রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভকে উৎখাতের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মস্কোর লুবিয়াঙ্কা স্কয়ারে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম গুপ্ত পুলিশ সংস্থা "চেকা"র প্রতিষ্ঠাতা ফেলিক্স জেরনস্কির মূর্তি সরিয়ে ফেলা হয়। কমিটি অফ স্টেটসিকিউরিটি যার রুশ ভাষায় সংক্ষিপ্তকরণ "কেজিবি", সেই সংস্থার বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষকে অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ আনা হয়।

১৯৯১ সালের ২২ আগস্টের সন্ধ্যায় হাজার হাজার মানুষ লুবিয়াঙ্কা স্কয়ারে অবস্থিত কেজিবি ভবনের সামনে জড়ো হয়।

তারা জেরনস্কির মূর্তির গায়ে লিখে দেন "খুনি"। সেখানে উপস্থিত বিক্ষোভকারীরা মূর্তির উপরে উঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মূর্তিকে ট্রাকের সঙ্গে বেঁধে টান দিয়ে উপড়ে ফেলা।

কিন্তু পার্শ্ববর্তী লুবিয়ানকা মেট্রো স্টেশনের ইমারতের পক্ষে তা ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সেই সময় মস্কো সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান সের্গেই স্টানকেভিচ উপস্থিত জনতাকে জানান তিনি নিজেই মূর্তিটি অপসারণে নেতৃত্ব দেবেন।

এরপর ক্রেনের সাহায্যে সেখান থেকে ওই মূর্তি সরিয়ে ফেলা হয়। সেই মূর্তির স্থান হয় 'ফলেন মনুমেন্ট পার্কে'। তৃতীয় জর্জের লোহার মূর্তি ভেঙে বুলেট আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নিউইয়র্কে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় জর্জের একটা লোহার মূর্তিও ভেঙে ফেলা হয়েছিল।

স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে সামিল আমেরিকানরা এই মূর্তিকে ব্রিটিশ অত্যাচারের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করতেন। এই মূর্তি শুধুমাত্র ভেঙে ফেলাই হয়নি তারপর সেটা গলিয়ে ৪২০০০ বুলেটও বানানো হয়েছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে সেই বুলেটই ব্যবহার করা হয়েছিল ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে। ব্রিটেনের অনুগত কিছু ব্যক্তি অবশ্য ভেঙে ফেলা সেই মূর্তির কিছু অংশ বাঁচানোর চেষ্টা করেন। মূর্তির ভাঙা অংশ তাদের মাটিতে পুঁতে ফেলেন। আজও খননকার্যের সময় সেই মূর্তির কিছু অংশ বেরিয়ে আসে।

মুসোলিনির মূর্তিরও একই পরিণতি ১৯৪৫ সালে ইতালির স্বৈরশাসক মুসোলিনির পতন হয়। সেই সময় তার মূর্তিরও একই পরিণতি দেখা গিয়েছিল।

তার ক্ষমতাচ্যুতির পর তার কিছু সমর্থক এবং তার বান্ধবী ক্লারা পিটাচিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। একটা ভ্যানে করে তাদের মৃতদেহ মিলানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটা খুঁটি থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয় তাদের দেহগুলো।

এরপর শুরু হয় মুসোলিনির মূর্তি ভাঙার প্রক্রিয়া। স্বৈরাচারের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হওয়া সমস্ত স্মারক, ভবন এবং মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়। বেশ কয়েক মাস ধরে চলেছিল এই একই প্রক্রিয়া।

১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন হয়, তখন দিল্লির অনেক জায়গায় ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত কর্তা ব্যক্তিদের মূর্তি ছিল।

এই মূর্তিগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা যুক্তরাজ্যে ফেরত পাঠানো হয়েছিল এবং কিছু স্থানান্তরিত করা হয় দিল্লিতে। উত্তর দিল্লির করোনেশন পার্কে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল সেই মূর্তিগুলো।

যে কয়টা মূর্তি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে পঞ্চম জর্জের মূর্তি। ৭০ ফুট উঁচু ছিল এই মূর্তি। প্রসঙ্গত, ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কিন্তু ব্রিটিশ রাজা পঞ্চম জর্জের মূর্তি তার পুরানো জায়গাতেই ছিল। কিন্তু পরে বিবেচনা করে স্থির করা হয়, দিল্লির এমন এক বিশিষ্ট স্থানে এই মূর্তি থাকার কোনও যুক্তি নেই। তাই তা সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পঞ্চম জর্জের মূর্তি ধ্বংস করা হয়নি বরং রাখা হয়েছিল ঠিক সেই স্থানে যেখানে ১৯১১ সালে তিনি দিল্লি দরবারে গিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইন্ডিয়া গেটের কাছে যেখানে পঞ্চম জর্জের মূর্তি আগে রাখা ছিল, সেখানেই ২০২২ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি বসানো হয়। হাইতিতে দুভালিয়ারের মূর্তি ভাঙচুর

১৯৭১ সালে হাইতির স্বৈরশাসক ফ্রাঁসোয়া দুভালিয়ার মৃত্যুর পর তার মরদেহকে কালো কোট পরিয়ে কাচের ঢাকনা দেওয়া কফিনে রাখা হয়।

তার দেহ প্রথমে জাতীয় কবরস্থানে দাফন করা হয় এবং পরে তা স্থানান্তরিত করা হয় তার ছেলের নির্মাণ করা গ্র্যান্ডিওস যাদুঘরে।

মৃত্যুর আগে তিনি তার ১৯ বছরের ছেলে জ্যঁ-ক্লদ দুভালিয়ারকে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে যান। ১৯৮৬ সালে তার ছেলেকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলে ফ্রাঁসোয়া দুভালিয়ারের মূর্তি ও সমাধিসৌধ উন্মত্ত জনতা ভাঙচুর করে।

সেই সময় তার (ফ্রাঁসোয়া দুভালিয়ারের) কবর খনন করা হলে দেখা যায় তার কফিন সেখানে নেই। সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশ ছাড়ার আগে তার পুত্র জ্যঁ-ক্লদ দুভালিয়ার বাবা ফ্রাঁসোয়া দুভালিয়ারের কফিন ওই স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করেন।

বিশ্বের দ্রুততম প্রাণী

শিউলী সুলতানা

পৃথিবীর দ্রুততম প্রাণীদের কাছে গতি মানে বেঁচে থাকা। প্রাণীদের মধ্যে তো আর অলিম্পিক নেই যে দৌড় প্রতিযোগিতা হবে! ফলে প্রাণীদের দ্রুত দৌড়ানো মানে হয় শিকার করা, নয়তো জীবন বাঁচানো। আগেই বলেছি, প্রাণীদের গতির কোনো অলিম্পিক নেই। তাই এদের গতি পর্যবেক্ষণ করতে নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে মানুষ। সব সময় গতি একরকম পরিমাপ করা যায় না, কম-বেশি হয়। তা ছাড়া স্থলে যেমন প্রাণীদের জীবন বাঁচাতে বা শিকার করতে হয়, একই কাজ করতে হয় পানি বা আকাশেও। তাই এখানে জল, স্থল ও আকাশের সবচেয়ে দ্রুতগামী ৩টি করে প্রাণীকে নিয়ে আলোচনা করবক্রমান্বয়ে তৃতীয় দ্রুততম থেকে দ্রুততম প্রাণীর কথা আসবে একে একে। চলুন, শুরু করা যাক।

স্থলের দ্রুততম প্রাণী

৩. উটপাখি- উটপাখি ঘণ্টায় প্রায় ৭০ কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখিগুলোর মধ্যে অন্যতম। পাখি হলেও এরা উড়তে পারে না। সে হিসাবে স্থলের সবচেয়ে বড় পাখিও বলা যায় একে। উটপাখি ৯ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে, দৌড়ানোর সময় প্রতিটি পদক্ষেপে যেতে পারে ১০ থেকে ১৬ ফুট পর্যন্ত। বনের রাজা সিংহের মতো প্রাণীরাও এদের ভয় পায়। কারণ উটপাখির লাথিতে সিংহ পর্যন্ত কাবু হয়ে পড়ে। উটপাখির বৈজ্ঞানিক নাম স্ট্রুরিও ক্যামেলাস। বেশির ভাগ উটপাখি পশ্চিম আফ্রিকার মৌরতানিয়া এবং সেনেগালের মতো দেশসহ আফ্রিকার অনেক সমভূমি ও বনভূমিতে বাস করে। জিম্বাবুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকায়ও দেখা যায় এ পাখি।

২. প্রংহর্ন- দেখতে হরিণের মতো হলেও এরা আসলে হরিণজাতীয় প্রাণী নয়। এদের নিকটতম জীবিত আত্মীয় জিরাফ। ঘণ্টায় ৯৭ কিলোমিটার গতিতে ছুটে এরা শিকারিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। শুধু পালাতেই নয়, এই বেগে দৌড়ে এসে এরা শিকারকে আঘাতও করে। উত্তর আমেরিকায় এর চেয়ে বেশি গতির তো দূরের কথা, গতির দিক থেকে এর ধারে-কাছেই নেই কোনো প্রাণী। বলে রাখি, এটি স্থলের দ্বিতীয় দ্রুততম প্রাণী।

আকারে খুব বেশি বড় নয়। লেজ থেকে নাক পর্যন্ত ৪.৩ ফুট থেকে ৪.১১ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। ফলে এরা যখন ৬০ কিলোমিটার বা আরও বেশি গতিতে ছোটে, প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। মনে হয় সাদা কোনো বিন্দু ছুটে যাচ্ছে। ওজন হতে পারে ৪০ থেকে ৬৫ কেজি পর্যন্ত। খাবারের সন্ধানে এরা সাড়ে ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম অ্যান্টিলোকাপ্রা আমেরিকানা ।

১. চিতা -চিতা সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণী, এ কথা কম-বেশি সবার জানা। তবে শুধু স্থলের দ্রুতগামী প্রাণী এরা। সব মিলিয়ে বিশ্বের দ্রুততম প্রাণীর দেখা পেতে আরও কিছুটা ধৈর্য্য ধরতে হবে।

চিতার বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাসিনোনিক্স জুবাটাস । উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় মূল আবাসস্থল। তবে এশিয়া মহাদেশের ইরানেও কিছু চিতা দেখা যায়। আফ্রিকান এই বন্য বিড়ালজাতীয় প্রাণী ঘণ্টায় প্রায় ৯৬-১১২ কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে। তবে চিতার গতিবেগ আসলে কত, তা হিসাব করা বেশ কঠিন কাজ।

একবার এক চিড়িয়াখানার কর্মী তাঁর গাড়ির পেছনে মাংস ঝুলিয়ে গাড়ি চালানো শুরু করেন। সেটা দেখে চিতা দেয় দৌড়। এ সময় ওই চিতা ঘণ্টায় ৯৬ কিলোমিটার বেগে ছুটছিল। চিড়িয়াখানার ওই কর্মীর মতে, চিতা ৩ সেকেন্ডে ০ থেকে ৯৬ কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সিনসিনাটি চিড়িয়াখানার সারাহ নামে একটি চিতা ৫.৯৫ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড করেছিল। এত দ্রুত ছোটার পেছনে মূল ভূমিকা রাখে এর শারীরিক গঠন। প্রায় ৬০-৭০ সেন্টিমিটার লম্বা লেজ, দীর্ঘ ও নমনীয় মেরুদণ্ড (যা ইচ্ছেমতো বাঁকাতে পারে চিতা), বিশাল ফুসফুস, দীর্ঘ পা ইত্যাদি মিলে চিতা হয়ে উঠেছে স্থলের দ্রুততম প্রাণী।

এবারে মানুষের সঙ্গে চিতার একটু তুলনা করে দেখা যাক। পৃথিবীর দ্রুততম মানব উসাইন বোল্ট। ২০০৯ সালে তিনি ৯.৫৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়েছিলেন। সে হিসাবে তাঁর গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৪.৭ কিলোমিটার। অর্থাৎ চিতার চেয়ে প্রায় অর্ধেক। যা-ই হোক, পৃথিবীতে খুব বেশি চিতা আর বেঁচে নেই। আইইউসিএন-এর মতে, পৃথিবীতে আর মাত্র আট হাজার চিতা জীবিত আছে।

দ্রুততম জলজ প্রাণী

৩. সেলফিশ- পৃথিবীর দ্রুততম জলজ প্রাণীগুলোর একটি সেলফিশ। সমুদ্রের পানি ঠেলে এরা ঘণ্টায় প্রায় ৩০-১০০ কিলোমিটার বেগে এগোতে পারে। তবে কিছু বিশেষজ্ঞ সেলফিশের এই গতি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইতালির ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের ইনস্টিটিউট অব বায়োফিজিকসের জীববিজ্ঞানী পাওলো ডোমেনিচি। তাঁর মতে, সেলফিশ এতটা দ্রুত ছুটতে পারার কথা নয়। এরকম সন্দেহ করার উপযুক্ত কারণও রয়েছে। সেলফিশের ১০০ কিলোমিটার গতিতে ছোটার ব্যাপারটা প্রচলিত হয় ১৯৪১ সালে কান্ট্রি লাইফ ম্যাগাজিন-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। বিজ্ঞানবিষয়ক কোনো জার্নালে এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। তাই তথ্যটি প্রশ্নবিদ্ধ। তাঁর মতে, মাছ কতটা দ্রুত ছুটতে পারে, তা পরিমাপের জন্য এখন পর্যন্ত ভালো কোনো পরিমাপক নেই। তবে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা মিলে সেলফিশের গতি পরিমাপের চেষ্টা করেছিলেন। এ জন্য তাঁরা টেইলবিট ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ করতে মাছের ভিডিও করেন। টেইলবিট মানে, মাছ যে কম্পাঙ্কে লেজ নাড়ে। এটি মাছের গতির সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত। যাই হোক, এই টেইলবিট থেকে তাঁরা সেলফিশের গতি পান ঘণ্টায় ৩৬ কিলোমিটার। তবে এই পদ্ধতিও কতটা সঠিক, তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল।

প্রাপ্তবয়স্ক সেলফিশ সর্বোচ্চ দেড় মিটার লম্বা হয়। নীল রঙের এই মাছের ওজন হতে পারে প্রায় ৪৫ কেজি। ভারত মহাসাগরের মতো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল এ মাছের প্রধান আবাসস্থল। মাছটির বৈজ্ঞানিক নাম ইস্টিওফরাস প্লাটিপ্টেরাস।

২. সোর্ডফিশ- সোর্ডফিশের মুখের সামনে তলোয়ারের মতো একটা সুচালো অঙ্গ আছে। এ জন্যই এর নাম সোর্ডফিশ। ঘণ্টায় ৩৬-১০০ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে এরা। প্রথম সোর্ডফিশের গতির পরিমাপ করেন রুশরা। ১৯৬০-এর দশকে একটি প্রবন্ধে উঠে আসে বিষয়টি। তবে এই পরিমাপ তাঁরা কীভাবে করেছিলেন, তার বিবরণ খুব স্পষ্ট নয়। ২০০৭ সালে জার্নাল অব দ্য রয়েল সোসাইটি ইন্টারফেস-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়, ঘণ্টায় ৫৪ কিলোমিটারের বেশি বেগে সাঁতার কাটলে মাছের পাখনায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। এর সঙ্গে মিলিয়ে জীববিজ্ঞানী ডোমেনিচ বলেন, সোর্ডফিশের গতি ঘণ্টায় ৩৬ কিলোমিটারের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

২০১৬ সালে জার্নাল অব এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজিতে প্রকাশিত এক গবেষণা অনুসারে, সোর্ডফিশ চলার সময় মাথার ছিদ্র থেকে তেল নিঃসরণ করে। এ থেকে একটি তৈলাক্ত স্তর তৈরি হয়। এ কারণেই মাছটির গতি হ্রাস পায়। তবে সব মিলিয়ে ঘণ্টায় ৩৬ কিলোমিটার গতি হলেও এরা বিশ্বের দ্রুততম মাছের তালিকায় থাকবে।

১. ব্ল্যাক মার্লিন- ব্ল্যাক মার্লিনকে সবচেয়ে দ্রুততম সামুদ্রিক প্রাণী হিসেবে ধরা হয়। বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী বিবিসি সায়েন্স ফোকাস-এর তথ্যানুসারে, এরা ঘণ্টায় প্রায় ১২৯ কিলোমিটার গতিতে সাঁতার কাটতে পারে। তবে এই গতি কীভাবে পরিমাপ করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে কোথাও বলা নেই। ২০১৬ সালে ডোমেনিচের পরীক্ষায় দেখা গেছে, এদের গতি ঘণ্টায় ৩৬ কিলোমিটার। সাধারণত আটলান্টিক, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে এদের পাওয়া যায়। ১৫ ফুটের মতো লম্বা এ মাছ প্রায় ৮০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। ব্ল্যাক মার্লিনের বৈজ্ঞানিক নাম ইস্টিওমপ্যাক্স ইন্ডিকা।

আকাশের দ্রুততম প্রাণী

৩. ব্রাজিলিয়ান বাদুর- ২০১৬ সালে রয়েল সোসাইটি ওপেন সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ব্রাজিলিয়ান ফ্রি-টেইলড বাদুড় সেকেন্ডে ৪৪.৫ মিটার উড়তে পারে। সে হিসাবে প্রতি ঘণ্টায় এদের গতি হয় ১৬০ কিলোমিটার। গবেষণায় কিছু স্ত্রী বাদুড় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। এদের গড় ওজন প্রায় ১২ গ্রাম।

তবে কিছু বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন, এই বাদুড়ের চেয়ে হোয়াইট-থ্রোটেড নিডলটেল পাখি আরও বেশি দ্রুত উড়তে পারে। ঘণ্টায় এ পাখির গতি ১৬৯ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে বৈজ্ঞানিকভাবে এ তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়নি এখনো। তাই ব্রাজিলিয়ান বাদুড়কেই আপাতত আকাশ পথের তৃতীয় দ্রুতগামী প্রাণী হিসেবে উল্লেখ করতে হয়। তবে এ বাদুড় যে শুধু ব্রাজিলেই পাওয়া যায়, তা নয়। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার-এর মতে, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা ও চিলি থেকে শুরু করে মধ্য আমেরিকার ওরেগন থেকে যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত এ বাদুড়ের আবাস। এদের বৈজ্ঞানিক নাম টাদারিডা ব্রাসিলিয়েনসিস ।

২. গোল্ডেন ঈগল- গোল্ডেন ঈগল উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম পাখিগুলোর একটি। এদের ডানার বিস্তার প্রায় ৭ ফুটের বেশি। আকারে অনেক বড় হলেও এরা দ্রুত উড়তে পারে। কিন্তু যখন ডাইভ দেয়, তখন দেখা যায় এদের সর্বোচ্চ গতি। নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্নেল ল্যাব অব অরনিথোলজি অনুসারে, অনেক ওপর থেকে ডাইভ দেওয়ার সময় গোল্ডেন ঈগলের গতি হয় ঘণ্টায় প্রায় ৩২২ কিলোমিটার।

সাধারণত শিকার ধরতে ডাইভ দেয় এরা। তবে অনেক সময় খেলার ছলেও ডাইভ দেয়। আইইউসিএন অনুসারে, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াসহ উত্তর গোলার্ধজুড়ে বাস করে গোল্ডেন ঈগল। এরাই ঈগল প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী ও বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুততম প্রাণী। এর বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাকুইলা ক্রাইসেটোস।

১. পেরিগ্রিন ফ্যালকন- বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুততম প্রাণী পেরিগ্রিন ফ্যালকন। শুধু পাখিদের মধ্যে নয়, পৃথিবীর সব প্রাণীদের মধ্যেই দ্রুততম। সাধারণত আমরা ভাবি, চিতা সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণী। কিন্তু পেরিগ্রিন ফ্যালকন তার চেয়েও প্রায় সাড়ে তিন গুণের বেশি দ্রুতগামী। এরা ডাইভ দেওয়ার সময় ৩৫৪ কিলোমিটার গতিতে ওপর থেকে নিচে নেমে আসতে পারে। শিকার কিছু বুঝে ওঠার আগেই এদের কব্জায় চলে আসে। দুই পায়ের ধারালো নখের সাহায্যে আটকে রাখে শিকারকে। তবে অনেক দ্রুত গতিতে ডাইভ দিলেও এদের সাধারণ ওড়ার গতি অনেক কম, ঘণ্টায় ৬৪-৯৭ কিলোমিটার। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর মতে, পেরিগ্রিন ফ্যালকনের রেকর্ডকৃত গতি ঘণ্টায় ৩৮৯ কিলোমিটার।

প্রথম দেখায় এদের কাক মনে হতে পারে। তবে কাক ভেবে ভুল করে বসলে বিপদ। এরা মাঝেমধ্যে মানুষকেও আক্রমণ করে! বিশেষ করে প্রজননের সময়। প্রধানত এদের অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া গেলেও অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া মোটামুটি সব মহাদেশে কম-বেশি দেখা যায়। এদের বৈজ্ঞানিক নাম ফ্যালকো পেরেগ্রিনাস ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

30-08-24.pmd 1 30-08-2024, 23:47

কর্পোরেটর গৌতম চন্দ্র ও পাপিয়া দত্তের উদ্যোগে বন্যা দুর্গতদের মাঝে সামগ্রী বিতরণ করা হয়। নিজস্ব ছবি।

এক কোটির উপর হিন্দু বিতাড়িত, ফের তোপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): "আমার পরিবার এবং আমাদের মত এক কোটির উপর হিন্দু শুধু মালাউন হবার অপরাধে পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে মুসলমান দ্বারা বিতাড়িত"। এক্স হ্যান্ডলে একটি মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এ কথা লিখলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

ওপরের কথার সঙ্গে শুক্রবার তথাগতবাবু লিখেছেন, "বহু নিহত, বহু নারী অপহৃতা বা ধর্ষিতা। তসলিমা নাসরিন, শাহরিয়ার কবির প্রমুখ দশ-বারোজন বাদে ক'জন মুসলমানকে এই দোষ স্বীকার করতে দেখেছেন ?

আপনার আল্লাহাক আপনার উপাস্য হতে পারেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর কোন লেনদেন নেই। অতএব আপনার দুয়া-টুয়া নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। মামলা করুন না। তাহলে প্রকাশ্য আদালতে আমি এই সব বলব, জজসাহেবকে আমার বইয়ের একটি কপিও উপহার দেব।"

জনৈক আহসান হাবিব এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "...হিংসাকে আমি সমর্থন করিনা। কিন্তু মুজফফরনগর বা গুজরাতে যে মুসলিম নিধন হয়েছিল সেটাকে নিয়ে আপনি কিছু বলেননি কেন..? এটা পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ নয় ওখানকার মানুষগুলো এমনই হয়। তাই সাম্প্রদায়িক বীষ দয়া করে ছড়াবেন না।" এর প্রেক্ষিতে ওপরের কথা লিখেছেন তথাগতবাবু।

"মিডিয়ার মুখ কে চেপে রেখেছে", বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন তসলিমার

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): "মিডিয়ার মুখ কে চেপে রেখেছে? প্রেস ফ্রিডম না থাকলে স্বৈরাচারী সরকারের সঙ্গে এই সরকারের পার্থক্য কোথায়? আমার এক বন্ধু সেদিন বললো, আওয়ামী লীগ যে অন্যায় করেছে, সেই অন্যায় তারা এখন ফেরত পাচ্ছে।" শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে এই প্রশ্ন তুললেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তিনি লিখেছেন, 'স্বৈরাচারী সরকারের শাসনামলে প্রেস ফ্রিডম ছিল না, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না। সরকারের প্রশংসা করে কলাম লেখা হতো। প্রতিদিন সরকারের গুণগান গাওয়া হতো। সরকারের সমালোচনা করলে সরকার সমস্যা করতো।

স্বৈরাচারী সরকারকে হঠানোর পর এখন প্রেস ফ্রিডম আছে কি? দিনে দুপুরে কে কাকে খুন করে ফেলে রাখছে, মিডিয়া কেন এ নিয়ে কথা বলছে না? কী কারণে কোন শিক্ষককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করছে ছাত্ররা, তাও তো দেখছি না মিডিয়ায় আলোচনা হতে।

কারা খেলাফতের মিছিল করছে, কারা মাজার ভাংছে, কারা কারাগার থেকে সন্ত্রাসীদের মুক্ত করে নিয়ে আসছে, কিন্তু পুলিশ কিছু বলছে না, মিডিয়া কেন এ নিয়ে কিছু বলছে না?

--দাঁতের বদলে দাঁত? চোখের বদলে চোখ? --হ্যাঁ, সেটাই। আমি প্রশ্ন করলাম, এইসব প্রতিহিংসা, এইসব মারামারি খুনোখুনি, এইসব অরাজকতা, যা ইচ্ছে তাই বন্ধ হবে কবে? বন্ধুটি বললো, সময় লাগবে। --কত সময়? এক মাস? এক বছর? পাঁচ বছর? দশ বছর? কিছু একটা সময় তো দেবে। বন্ধুটি বললো, এক্সাক্টলি কবে বলা যাবে না, তবে সময় ডেফিনিটলি লাগবে।

নৈরাজ্য, নির্যাতন, নির্মমতা, নৃশংসতা আমাকে যতটা বিচলিত করে, লক্ষ করলাম বাংলাদেশে বাস করা অনেককে ততটা বিচলিত করে না। প্রতিহিংসার রাজনীতির মধ্যে বাস করতে করতে তারা হয়তো অনেকটা সিজনড হয়ে গেছে।"

কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে অশান্তির আশঙ্কা, জোরদার নিরাপত্তা

কলকাতা ৩০ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনায় ঘোর অশান্তির আশঙ্কা পুর কর্তৃপক্ষের। এর ফলে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। চলতি মাসের এই অধিবেশনে যে সেই আঁচ পড়তে চলেছে তা আগেই অনুমান করেছেন পুর প্রশাসন। কাউন্সিল চেম্বারে ৩৩-তম এই অধিবেশনকে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। অধিবেশনের জন্য যোগদানকারীদের প্রতিটি সদস্যর প্রতি রয়েছে কড়া নজরদারি।

'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' - লেখা টিফো নিয়ে যাতে কেউ কেন্দ্রীয় পুরভবনে ঢুকতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে নিরাপত্তা রক্ষীদের। মেয়রের অফিসের সামনের প্রহরা বেড়েছে। ১৪৪ সদস্য বিশিষ্ট পুরসভার অন্দরে বিরোধী সংখ্যা যদিও সাতজন। বিজেপি - ৩, বাম-২, কংগ্রেস - ১ এবং নির্দল - ১ জন। বিজেপির পুরপিতা সজল ঘোষ সরব আরজিকর ইস্যুতে। তিনি বলেন, চলতি মাসের ৮ তারিখের ঘটনা অবশ্যই আলোচনার অবকাশ রয়েছে। জ্বলন্ত এই বিষয় তুলে ধরে আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ করতে হবে।

কংগ্রেস ও বাম সদস্যরা একমত। নির্দল সদস্য এ নিয়ে সহমত প্রকাশ করেছেন। যদিও পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়ের দিকে বরং তাকিয়ে সকলে।

হাপুরে পুকুর থেকে উদ্ধার বিশাল কুমির, চাঞ্চল্য ছড়ালো পারাপা গ্রামে

হাপুর, ৩০ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের হাপুর জেলায় লোকালয়ের পুকুর থেকে উদ্ধার হল একটি বিশালাকার কুমির। শুক্রবার সকালে হাপুরের পারাপা গ্রামের একটি থেকে উদ্ধার করা হয় কুমিরটিকে। বিশালাকার এই কুমির কীভাবে এই গ্রামে এল তা ভাবিয়ে তুলেছে গ্রামবাসীদের। শুক্রবার সকালে পারাপা গ্রামের একটি পুকুর থেকে ওই কুমিরটিকে উদ্ধার করেছেন বন দফতরের আধিকারিকরা।এ বিষয়ে বন বিভাগের রেঞ্জার মুকেশ কান্দপাল বলেছেন, 'পারাপা গ্রামে একটি কুমিরের উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা তথ্য পাই, আমাদের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং পুকুরের চারপাশে জাল বিছানো হয়েছে, কুমিরটি সেই জালে আটকে পড়ে এবং উদ্ধার করা হয়। কুমিরটিকে অন্যত্র ছেড়ে দেওয়া হবে।'

সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের প্রবেশের অনেক বাধা দূর হয়েছে : রাজনাথ সিং

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ আগস্ট (হি.স.): সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের প্রবেশের অনেক বাধা দূর হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখায় আমরা মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছি। মহিলাদেরও সৈনিক স্কুলে ভর্তি করা হচ্ছে।' শুক্রবার তিরুবনন্তপুরমে মনোরমা নিউজ কনক্লেভ ২০২৪-এ বক্তৃতার সময় রাজনাথ সিং বলেছেন, ''সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হল জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমি, যা মহিলাদের জন্যও খোলা হয়েছে। আপনারা জেনে অবাক হবেন, এখন সমগ্র দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ তরুণী এনডিএ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।'

মুর্শিদাবাদে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় আগুন, হতাহতের খবর নেই

মুর্শিদাবাদ, ৩০ আগস্ট (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকলে আগুন লাগল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায়। শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের গঙ্গাদাসপাড়ার কুঠির মোড়ে অবস্থিত ব্যাঙ্কের শাখায় আগুন লাগে। ব্যাঙ্ক থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। স্থানীয় সূত্রে খবর, এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন। তবে কীভাবে এই ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও এখনও জানা যায়নি। কেউ হতাহত হননি। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

'চুরির চেষ্টার' দায়ে হাওড়ায় যুবককে বেঁধে 'গণধোলাই'

হাওড়া, ৩০ আগস্ট (হি.স.): শুক্রবার সকালে হাওড়ার মুন্সিরহাট এলাকায় এক যুবককে গণধোলাই দেয় উত্তেজিত জনতা। অভিযোগ, সে মাজারের দানবাক্স চুরির চেষ্টার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। মারধরের পর তাকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে।

জগৎবল্লভপুরের মুন্সিরহাটে রয়েছে ফতেআলি মাজারে দানবাক্সে দুটি বড় তালা দেওয়া ছিল। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে তিন যুবক টাকা চুরির উদ্দেশ্যে মাজারে আসে।

প্রথমে প্রণামী বাক্সের একটি তালা ভাঙে। দ্বিতীয় তালাটি করাত দিয়ে কাটার সময় বিষয়টা গ্রামবাসীদের নজরে পড়ে। তখনই তারা চিৎকার শুরু করে।

ভয়ে তড়িঘড়ি ২ জন চম্পট দেয়। কিন্তু এক যুবককে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা। এর পর তার হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয়। খবর দেওয়া হয় জগৎবল্লভপুর থানায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে তাদের হাতে ধৃতকে তুলে দেয় গ্রামবাসীরা। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

মাজার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এর আগে ২০১৯ সালে সেখান থেকে টাকা চুরি হয়। সিসিটিভি ফুটেজে চোরেদের ছবি ছিল। তার সঙ্গে এদিন ধৃত যুবকের চেহারার যথেষ্ট মিল রয়েছে। কমিটির অনুমান এর পিছনে একটি বড়সড় চক্র রয়েছে। তারা জগৎবল্লভপুরে একাধিক চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এআই-এর নৈতিক ব্যবহারের জন্য বৈশ্বিক কাঠামো তৈরির আহ্বান জানিয়েছে ভারত : প্রধানমন্ত্রী

মুম্বই, ৩০ আগস্ট (হি.স.): কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) নৈতিক ব্যবহারের জন্য বৈশ্বিক কাঠামো তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছে ভারত। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট-২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এআই-এর অপব্যবহার সম্পর্কিত আপনাদের উদ্বেগও আমি বুঝতে পারি। এই কারণেই ভারতও এআই-এর নৈতিক ব্যবহারের জন্য একটি বৈশ্বিক কাঠামো তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছে। ফিনটেক সেক্টরকে সাহায্য করার জন্য সরকার নীতি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সব পরিবর্তন করছে। সম্প্রতি আমরা এঞ্জেল ট্যাক্স সরিয়ে দিয়েছি।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বিগত ১০ বছরে ফিনটেক স্পেসে ৩১ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। আমাদের ফিনটেক স্টার্টআপ ১০ বছরে ৫০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সস্তা মোবাইল ফোন, সস্তা ডেটা এবং জিরো ব্যালেন্স জন ধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভারতে বিস্ময়কর কাজ করেছে।' মোদী আরও বলেছেন, 'মাত্র এক দশকে ভারতে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারী ৬ কোটি থেকে বেড়ে প্রায় ৯৪ কোটি হয়েছে। এখন ১৮ বছরের বেশি বয়সী এমন কোনও ভারতীয় নেই যার নিজস্ব ডিজিটাল আইডেন্টিটি অর্থাৎ আধার কার্ড নেই। এখন ৫৩ কোটিরও বেশি লোকের জন ধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তার মানে, ১০ বছরে, আমরা পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমান জনসংখ্যাকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করেছি।' প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী মোদী গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টে প্রদর্শনীও পরিদর্শন করেছেন। উপস্থিত ছিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস।

প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিধস যোশীমঠের গ্রামে

দেরাদুন, ৩০ আগস্ট (হি.স.): একটানা প্রবল বৃষ্টির জেরে উত্তরাখণ্ডের যোশীমঠের পাগনো গ্রামে ভূমিধস। পাহাড় থেকে নেমে আসা ধসের জেরে পাগনোতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ঘর ছেড়ে পালাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। শুক্রবার জানা গেছে, বেশ কিছু জায়গায় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জলের সঙ্গে কাদাও নামতে শুরু করে। একাধিক বাড়িতে ফাটল দেখা যায়।

উল্লেখ্য, গত মাস থেকেই যোশীমঠের কিছু কিছু এলাকায় ভূমিধস হতে শুরু করে তারপর থেকে বৃষ্টির জেরে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে।এই প্রসঙ্গে এক গ্রামবাসী বলেন, আমাদের গোটা গ্রামই প্রায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। আমরা সারারাত কার্যত কোনও ছাদ ছাড়াই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছি।

ইউএস ওপেনে অঘটন, দ্বিতীয় রাউন্ডে বিদায় আলকারাজের

নিউ ইয়র্ক, ৩০ আগস্ট (হি.স.): ইউএস ওপেনে বড় অঘটন। দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন তৃতীয় বাছাই আলকারাজ। স্ট্রেট সেটে তিনি হেরে গেলেন অবাছাইয়ের কাছে। স্পেনের টেনিস তারকা স্ট্রেট সেটে হারলেন নেদারল্যান্ডসের বোটিক ভ্যান ডি জান্ডস্কাল্পের বিরুদ্ধে। ম্যাচের ফল ৬-১, ৭-৫, ৬-৪। বোটিক বিশ্বের ৭৪ নম্বর। ইউএস ওপেনে অবাছাই।

আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে আলকারাজকে হারিয়ে বোটিক বলেছেন, "আমি শব্দ হারিয়ে ফেলেছি। অসাধারণ একটা রাত ও দুর্দান্ত দর্শক।"

ফের সিবিআই দফতরে হাজিরা সন্দীপের, এই নিয়ে টানা ১৪-দিন ম্যারাথন জেরা

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): ফের সিবিআই-এর মুখোমুখি হয়েছেন আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। শুক্রবার সকাল পৌনে এগারোটা নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিয়েছেন সন্দীপ, এই নিয়ে টানা ১৪-দিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হলেন সন্দীপ ঘোষ। ইতিমধ্যেই ১৪৫ ঘণ্টার বেশি সময় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তাঁকে।

পার্কিং স্পেসে রুখে দাঁড়ালেন অধ্যাপিকা, পেলেন ফলও

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): পার্কিং স্পেসে অনিয়ম ও মস্তানির প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়ে ফল পেলেন খিদিরপুর কলেজের বিভাগীয় প্রধান ডঃ তিস্তা দে। সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতা। আবেদন করেছেন, "প্রতিবাদ হোক এই নতুন সিস্টেমের এক গুরুত্বপুর্ন অংশ।" সেই পোস্টের ১৫ ঘন্টা বাদে, শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৬৫৭, ৬০, ৬৬৬।

ডঃ দে জানিয়েছেন, "বিকেল তখন ৫টা। কলেজ থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাট এর মোড়ে একটা মিটিং এ গেছি। আমার গাড়িটা পার্ক করলাম গড়িয়াহাট ক্রসিংটা ঠিক পার করে, পাবলিক টয়লেটের পাশে, ফ্লাইওভার এর নিচে, যেখানে মূলত সব গাড়ি পার্কিংয়ে থাকে। ঘন্টা দেড়েক পর মিটিং সেরে ফিরে গাড়িতে ওঠার আগে পার্কিং ফি নেওয়ার জন্য একজন বেঁটে মতো লোক এলেন।

৪০ টাকা পার্কিং ফি র জন্য ৫০ টাকার একটা নোট বের করে দিয়ে বললাম, 'স্লিপ টা দেবেন।' লোকটি ১০ টাকা ফেরত দিয়ে একটু থতমত খেয়ে বললো, 'স্লিপ? স্লিপ তো নেই!' আমি বললাম, 'দাদা আপনাদের কাছে পার্কিং স্লিপ কাটার একটি মেশিন থাকে, ওখানে যারা রেজিস্টার্ড লোকজন আছেন, তারা স্লিপটা কেটে দেন।' এই শুনে বেশ বিরক্ত হয়ে বললো, 'আচ্ছা দাঁড়ান দেখছি।' তারপর সেই যে চলে গেলো, ফেরার আর নাম নেই। আমার ড্রাইভার বলছে, 'চলো দিদি, আর দাঁড়াতে হবে না।' আমি বললাম, 'দাড়া না, দেখি কি হয়!'

কিছুক্ষণ পর অন্য গাড়ি ওই জায়গায় ঢোকাবে বলে আবার আমাদের দিকে এগিয়ে এসে সেই লোকটি বললো, 'কি ব্যাপার এখনও দাঁড়িয়ে আছেন যে?' আমি বললাম, 'স্লিপটা না দিলে যাবো কী করে?' তখন বেশ মেজাজ দেখিয়ে বলে উঠলো, '৪০ টাকা দিয়ে বেশি ঝামেলা করতে আসবেন না দিদি, তাড়াতাড়ি সরে যান, অন্য গাড়ি ঢুকবে।' আমি বললাম, 'যাবো তো আমি না, বরং আপনি আগে স্লিপ নিয়ে আসুন, তারপর বাকি কথা হবে। ট্রাফিক সিস্টেমের সব খবর আমি রাখি দাদা।'

এই কথা শুনে, আবার গিয়ে সাত আট জন লম্বা চওড়া ছেলে/ লোক সাথে নিয়ে এসে ঘিরে ধরলো আমায়। একজন বেশ মেজাজ দেখিয়ে এক্কেবারে রাস্তার মস্তানের মতো করে বলে উঠলো, 'বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না দিদি, ভালো হচ্ছে না, এইটাই এখানকার সিস্টেম। তাড়াতাড়ি ফাঁকা করুন জায়গা।' সেই কথা শুনে বাকি ভেড়া গুলোও ম্যা ম্যা করে বলতে শুরু করলো, 'হাটুন হাটুন তাড়াতাড়ি।'

আমি এমনিতে বেশ মাথা গরম করা পাবলিক, রাস্তা ঘাটে এইরকম সমস্যা আমার হর হামেশাই হয়ে থাকে। সেই কারণে রুনির বাবা আমার সাথে রাস্তায় বেরোলে সব সময় বেশ ভয়ে ভয়ে থাকে। যাই হোক, আজ আর মাথা গরম করিনি। শান্ত ভাবে বললাম, 'দাদা, আমি কিন্তু একজন মহিলা সরকারি অফিসার। তার থেকেও বড় কথা হলো, আমি ঠিক কথা বলছি আর আপনারা ভুল। বেশি বাড়াবাড়ি আপনারা করতেই পারেন, কিন্তু জানেন তো, সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকাল সব কিছু সুন্দর ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। পাবলিক কিন্তু ক্ষেপে আছে। আপনারা যে ক্ষমতাবলে এইসব দাদাগিরি দেখাচ্ছেন, সব এক নিমেষে উড়ে যাবে। দেখবেন?'

বিশ্বাস করবেন না, ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। নিজেরা চোখাচোখি করে বললো, 'মেশিন নেই, আপনি টাকা ফেরত নিয়ে যান।' আমিও টাকা ফেরত নিয়ে বললাম, 'তাড়াতাড়ি মেশিনটা চালু করুন। আমি তো গিয়েই কলকাতা ঔস্কুত্ব দ্মদ্রস্তুত্বত্র কে ট্যাগ করে দেবো। লোকজন জানবে। ব্যাপারটা ঠিক হবে না। এই যে আপনারা আজ এতক্ষণ সময় নিয়ে আমায় ধমকালেন, চমকালেন, সেই সময়টুকু নিয়ে কাজটা ঠিক করে করুন।'

আজকের এই ঘটনা আমার কাছে প্রথম নয়। শেষও নয়। কলকাতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করি বলে, এমন অনেক জায়গায় যেতে হয়, যেখানে এই পার্কিং এর সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। প্রায় ৯৯ লোকজন ২০ টাকা তাড়াতাড়ি বের করে দিয়ে কাজ সেরে নেয়। ফলে এইন্দ্রখন্ডনঞ্চ শান্স্ঠত্রব্ব চলতেই থাকে। আর কেউ সেই শান্স্ঠত্রব্ব এর বিরোধিতা করলেই তার মুশকিল। কোথা থেকে একগাদা ফালতু গুণ্ডা চলে আসে ভয় দেখাতে।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অন্য। আজ আমি ওদের চোখে ভয় দেখেছি, যেটা এতদিন দেখিনি। পাবলিক যে ক্ষেপে আছে, পাবলিক যে প্রতিবাদ করবে, এটা ওরাও বুঝতে পারছে। আমি জানি, আপনারা প্রতিদিন এরকম হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হন, অনেকেই কোনরকমে সেটা থেকে পাশ কাটিয়ে অন্য কাজে ফিরে যান। আমার একটাই ছোট্ট বক্তব্য, একটু প্রতিবাদ করুন, ভীষন দরকার। প্রতিবাদ না করতে করতে এরা পেয়ে বসেছে। সময় এসেছে, ওদেরও বুঝতে হবে, সমাজের সকল স্তরের মানুষরা আজ ক্ষিপ্ত। প্রতিবাদ এখন সাধারণ মানুষের রক্তে।

তাই প্রতিবাদ চালিয়ে যান। ছোটখাটো, মামুলি ব্যাপারেও যেখানে ভুল লোকেদের দাদাগিরি দেখবেন, অন্যায় দেখবেন, প্রতিবাদ করুন। প্রতিবাদ হোক এই নতুন সিস্টেমের এক গুরুত্বপুর্ন অংশ।''প্রতিক্রিয়ায় পারমিতা মজুমদার লিখেছেন, "এই নিজের মতো করে প্রতিবাদ টুকু করে যেতেই হবে, অন্যায়কারীর চোখে চোখ রেখে। আমি তুই থেকে আমরা এভাবেই আজ না হোক বদল আসবেই।'' মাধবী মিত্র লিখেছেন, ''হর হামেশাই এই সমস্যা হয়ে থাকে। বিশেষ করে পুজো এসে গেলে এদের পোয়াবারো। গড়িয়াহাট থেকে ট্রাঙ্গুলার পার্ক অবধি এই সমস্যা চলছে। একদম ঠিক করেছিস। রুখে দাঁড়ানোর ভীষণ প্রয়োজন।" পারমিতা রায়চৌধুরী লিখেছেন, "প্রতিবাদ করাটা খুবই দরকার, প্রতিবাদ তো করতেই হবে, প্রতিবাদ না করে করে আজ এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে।"

"মানুষের সাথে কুকুরের চেয়েও খারাপ আচরণ করছেন", পুলিশকে তোপ মালব্যর

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): "ধন্যবাদ, কলকাতা পুলিশ আপনাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে আপনি কলকাতার মানুষের সাথে কুকুরের চেয়েও খারাপ আচরণ করছেন।" শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে এই মন্তব্য লিখেছেন বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য।

অমিতবাবু লিখেছেন, "একদিকে, কলকাতা পুলিশ আরজি কর এমসিএইচ ধর্ষণ ও হত্যার শিকারের বিচারের দাবিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারী ছাত্রদের উপর অকল্পনীয় বর্বরতা চালিয়েছে, অন্যদিকে আপনি চান যে আপনার পুলিশ একজন 'সহ নাগরিককে' টুকরো টুকরো খাওয়াচ্ছেন তা থেকে আমরা সান্ত্বনা পেতে চাই।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠি, নবান্ন অভিযানে অংশগ্রহণকারী সারা বাংলার ছাত্রদের গ্রেফতার করছেন, নির্দয়ভাবে মারধর করছেন। তাঁকে অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছে। এরকম নিপীড়নমূলক দমনের জন্য এনএইচআরসি পুলিশকে নোটিশ জারি করেছে। তাই এই ফালতু কথা বন্ধ করুন। বাংলায় মানুষের জীবন কুকুরের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছো। এটা অসম্মানজনক।

জন ধন কর্মসূচি মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নে শক্তিশালী ভিত তৈরি করেছে : প্রধানমন্ত্রী

মুম্বই, ৩০ আগস্ট (হি.স.): জন ধন কর্মসূচি মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নে শক্তিশালী ভিত তৈরি করেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট-২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'জন ধন অ্যাকাউন্টগুলি মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ব্যাঙ্কিংয়ে যুক্ত হয়েছে। ১০ কোটি গ্রামীণ নারী জন ধন কর্মসূচির সুফল পাচ্ছেন। এই কর্মসূচি মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত তৈরি করেছে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'এখন ভারতে উৎসবের মরসুম, অর্থনীতি ও বাজারেও উৎসব আছে।'গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট-২০২৪ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'আপনারাও দেখেছেন কিভাবে আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতে স্বচ্ছতা এনেছি। এখন শত শত সরকারি প্রকল্পের অধীনে সরাসরি সুবিধা স্থানান্তর করা হয়। এখন মানুষ সুবিধা দেখতে পাচ্ছেন। ফিনটেকের কারণে ভারতে যে রূপান্তর এসেছে, তা শুধুমাত্র প্রযুক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এটি গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ব্যবধান কমাতে সাহায্য করেছে।' গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'একটা সময় ছিল যখন লোকজন আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত হত। বিমানবন্দরে অবতরণ থেকে শুরু করে রাস্তার খাবার এবং কেনাকাটা উপভোগ করা পর্যন্ত, ভারতের ফিনটেক বিপ্লব সর্বত্র দৃশ্যমান।'

ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী হলেন রামদাস সোরেন, পূরণ করলেন চম্পইয়ের খালি স্থান

রাঁচি, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বিধায়ক রামদাস সোরেন। শুক্রবার রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ড সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন জেএমএম বিধায়ক রামদাস সোরেন। রাজভবনে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে রামদাস সোরেনকে মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল সন্তোষ গাংওয়ার।উল্লেখ্য, গত বুধবার ঝাড়খন্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সমস্ত পদ এবং হেমন্ত সোরেন সরকারের মন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছেন। জেএমএম সভাপতি শিবু সোরেনকে লেখা চিঠিতে তিনি জানান, দলের কাজের ধরন এবং নীতি তাঁকে দল ছাড়তে বাধ্য করেছে। হেমন্ত সোরেন সরকারের জলসম্পদ, উচ্চ শিক্ষা ও প্রযুক্তি শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। রামদাস সোরেন পূরণ করলেন চম্পই সোরেনের খালি স্থান।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮১ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল। যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম অবশ্যই ওঠানামা করছে।

ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮১ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৬ ডলারের কাছাকাছি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শুক্রবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের পঞ্চম দিনে প্রথম দিকে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.১৪ ডলার বা ০.১৮ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮০.০৮ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.০৭ ডলার বা ০.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫.৯৮ ডলারে লেনদেন করছে।

কাজের সন্ধান

পরীক্ষা ছাড়াই রেলে চাকরি, অনলাইনে আবেদনে এপ্রেন্টিস পদে ৩,৩১৭ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তেপ্রায় ১২ হাজার হলেও পশ্চিম মধ্য রেলওয়েতে ৩,৩১৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকের পর আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা ওয়েস্ট সেন্ট্রাল রেল বা পশ্চিম মধ্য রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে এবং ওয়ার্কশপে যে-কোনও একটি ক্লাস্টারের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে নির্দিষ্ট সময়ে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা দিতে হয় না। মেধার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন মধ্য রেলের জন্য ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২ হাজার জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৫-০৮-২০২৪-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - আরআরসি/ ডব্লিওসিআর/ ০১/ ২০২৪ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস, তারিখ ০৫ আগস্ট, ২০২৪। ক্লাস্টার ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — জব্বলপুর ডিভিশনে মোট আসন ১২৬২টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৫১৫টি। এছাড়া, এসসি'র জন্য ১৯০টি, এসটি'র জন্য ৯২টি, ওবিসি'র জন্য ৩৩৭টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১২৮টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে ৫০টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩৫টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ভূপাল ডিভিশনে মোট আসন ৮২৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৩১টি। এছাড়া, এসসি'র জন্য ১২৪টি, এসটি'র জন্য ৬৩টি, ওবিসি'র জন্য ২২৩টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৮৩টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে ২১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২০টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। কোটা ডিভিশনে মোট আসন ৮৩২টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৩৫টি। এছাড়া, এসসি'র জন্য ১২৭টি, এসটি'র জন্য ৬০টি, ওবিসি'র জন্য ২২৬টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৮৪টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে ৩৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২১টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ভূপাল ওয়ার্কশপে মোট আসন ১৭৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৭২টি। এছাড়া, এসসি'র জন্য ২৯টি, এসটি'র জন্য ১১টি, ওবিসি'র জন্য ৪৭টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৬টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে ৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। কোটা ওয়ার্কশপে মোট আসন ১৯৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৭৮টি। এছাড়া, এসসি'র জন্য ৩০টি, এসটি'র জন্য ১৫টি, ওবিসি'র জন্য ৫৩টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২০টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে ৮টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৬টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। জব্বলপুর সদর কার্যালয়ে মোট আসন ২৮টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩টি। এছাড়া, এসসি'র জন্য ৪টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৭টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সব কটি ডিভিশন, ওয়ার্কশপে বিশেষ করে ট্রেড ডিজেল মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েলডার, টার্ণার, ফিটার, ওয়ারম্যান, গার্ডেনার, আইটি মেন্টেন্যান্স, স্টেনোগ্রাফার, মেশিনিস্ট সহ মোট ৪১টি ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে। প্রয়োজনে হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরেও তা জেনে নিতে পারেন।

কর্পোরেট হেলথ সেক্টরে সাক্ষাৎকার ও আবেদন ভিত্তিক ১,১২১ টেকনেশিয়ান

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সর্বভারতীয় পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ অর্থাৎ কর্পোরেট হেলথ কেয়ারে ডায়ালাইসিস টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, এমএসসি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকার বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদেরও এই চাকরির সুযোগ সুবিধা রয়েছে। বিস্তারিত খবর হলো —

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সর্বভারতীয় পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ অর্থাৎ কর্পোরেট হেলথ কেয়ারে ডায়ালাইসিস টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এতে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৭ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিস্তারিত দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এইচএলএল/ ০১/২০২৪, তারিখ ২৯ আগস্ট, ২০২৪। শূন্যপদের ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম ঃ সিনিয়র ডায়ালাইসিস টেকনেশিয়ান ঃ মোট শূন্যপদ ৩৫৭টি। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম ঃ ডায়ালাইসিস টেকনেশিয়ান ঃ মোট শূন্যপদ ২৮২টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম ঃ জুনিয়র ডায়ালাইসিস টেকনেশিয়ান ঃ মোট শূন্যপদ ২৬৪টি। ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডায়ালাইসিস টেকনেশিয়ান ঃ মোট শূন্যপদ ২১৮টি। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে বয়স ০১-০৮-২০২৪ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৩৭ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ও এমএসসি পাশ হলেও ভিন্ন ভিন্ন পদের ক্ষেত্রে ভিন্নতর। সরাসরি সাক্ষাৎকার অথবা অনলাইনে আবেদনের আগে এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখে নেওয়া আবশ্যক।

সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিয়োগেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এর জন্য এঁদের ওয়েবসাইট থেকে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে হবে। সরাসরি সাক্ষাৎকারে সক্ষম না হলে উপযুক্ত প্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর। প্রয়োজনে এঁদের ই-মেইলে আপনার সিভি পাঠাতে পারেন। এঁদের ওয়েবসাইট থেকে নির্দিষ্ট ফরম্যাট ডাউনলোড করেও আবেদন করতে পারেন। তবে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে সরাসরি সাক্ষাৎকার অথবা প্রয়োজন ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। কবে এবং কোথায় সাক্ষাৎকার বা পরীক্ষা নেওয়া হবে, তা এঁদের ওয়েবসাইট থেকে স্ব-উদ্যোগে জেনে নিতে হবে। ই-মেইলে আবেদন জানালে নিয়মিত ই-মেইল দেখতে হবে বিস্তারিত তথ্যের জন্য।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (বহিঃরাজ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক বা ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে স্থান ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ব্যাঙ্ক ক্লার্ক (বহিঃরাজ্য, সমবায় ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৯১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রফেসর (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ৯৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস (ভারতীয় রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৩১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৭৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৩৬৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ডায়ালাইসিস টেকনেশিয়ান (কর্পোরেট হেলথ কেয়ার),**
শূন্যপদ ঃ ১১২১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, এমএসসিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকার বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **আর্কেওলজিস্ট, ইন্সপেক্টর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কললেটারে পরে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট (সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড)**
শূন্যপদ ঃ ১২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা)**
শূন্যপদ ঃ ১৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন্-এক্সিকিউটিভ (গেইল),**
শূন্যপদ ঃ ৩৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার টেস্টের কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (পাওয়ার গ্রীড),**
শূন্যপদ ঃ ২,১৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, হেড কনস্টেবল (আইটিবিপি)**
শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের র্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, ২২ সেপ্টেম্বর, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

পাওয়ার গ্রীডে চাকরির লক্ষ্যে ২,১৭২ এপ্রেন্টিস নিয়োগ, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়েপাওয়ার গ্রিডে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে শূন্যপদের সংখ্যা ৫ হাজারেরও বেশি হলেও জোন ভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ভিন্নতর। যেমন, পূর্বোত্তর ভারতের সাতটি রাজ্যকে নিয়ে গঠিত নর্থ-ইস্ট জোনের ক্ষেত্রে শূন্যপদ ঃ সহস্রাধিক, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর। বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ্ ইন্ডিয়া লিমিটেড বা পি.জি.সি.আই.এল এই মুহূর্তে এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। ২,১৭২ জন তরুণ-তরুণীকে এপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে পাওয়ার গ্রীড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া। এপ্রেন্টিস অ্যাক্ট ১৯৬১ অনুসারে ১ বছরের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সংস্থার বিভিন্ন রিজিওনাল অফিসে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন নির্দিস্ট হারে স্টাইপেন্ড বা সাম্মানিক বেতন পাওয়া যাবে। প্রতি ক্ষেত্রেই অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। পিজিসিআইএল-এ এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা, গত ২ বছরের মধ্যে যাঁরা আইটিআই, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং (নির্দিষ্ট বিষয়ে) পাশ করেছেন, তাঁরাই আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ও বিষয় ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য নির্দিষ্ট আসন রয়েছে, সংরক্ষিত হিসেবে। এভাবেই রাজ্যওয়ারি বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে রাজ্যভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। নিয়োগ হবে এপ্রেন্টিস অ্যাক্ট ১৯৬১/৭৩ অনুসারে। এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের সময়কাল ১ বছর। নিয়োগ সংক্রান্ত এই বিজ্ঞপ্তির রেফারেন্স নম্বরঃ এপ্রেন্টিসশিপ/ ২০২৪-২৫/ এন.ই.আর/ ০১, তারিখ ২১.০৮.২০২৩।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৭০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ২০-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে ইন্টারভিউ বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। ইন্টারভিউ বা বাছাইয়ের পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

শূন্যপদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা অনুযায়ী, যেমন গ্র্যাজুয়েট ইলেকট্রনিক্স/ টেলিকম, এইচ আর এক্সিকিউটিভ, ল্ এক্সিকিউটিভ, সিএসআর এক্সিকিউটিভ ইত্যাদি পদের বিস্তারিত বিভাজন, যোগ্যতা এবং নির্ধারিত স্টাইপেন্ড দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। আবদেন করতে হবে এঁদের নির্দিষ্ট রিজিওনের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * বহিঃরাজ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্তজমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক বা ডিগ্রিপাশ, বয়সঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে স্থান ও তারিখ কল লেটারেজানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলারজগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করেশর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরনথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরিপরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়েযাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে।

* বহিঃরাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্কে **ব্যাঙ্ক ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৩১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট হেলথ কেয়ারে **ডায়ালাইসিস টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, এমএসসিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকার বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **আর্কেওলজিস্ট, ইন্সপেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কললেটারে পরে জানানো হবে।

* সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ডে **সায়েন্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* গেইল বা গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে **নন্-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার টেস্টের কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পাওয়ার গ্রীডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,১৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আইটিবিপি-তে **কনস্টেবল, হেড কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের র্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিতকল লেটারেজানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, ২২ সেপ্টেম্বর, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

শুক্রবার অনুকূল চন্দ্রের ১৩৮তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়।। নিজস্ব ছবি।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষক পুরস্কার পাচ্ছেন ভাটিন্ডার রাজিন্দর সিং, ৫ সেপ্টেম্বর পুরস্কৃত করবেন রাষ্ট্রপতি

ভাটিন্ডা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): জাতীয় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাচ্ছেন পঞ্জাবের ভাটিন্ডার সরকারি স্কুলের শিক্ষক রাজিন্দর সিং, শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদানের জন্য বিশেষ এই পুরস্কার পেতে চলেছেন তিনি। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবসের দিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত শিক্ষক রাজিন্দর সিং।শুক্রবার শিক্ষক রাজিন্দর সিং বলেছেন, 'আমি ৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কর্তৃক রাষ্ট্রীয় শিক্ষক পুরস্কারে সম্মানিত হব। স্কুল শিক্ষার প্রগতিতে আমার অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। আমি ২০১৫ সালে এই স্কুলে যোগদান করি। সেই সময়ে এই স্কুলে ৩৩ জন শিক্ষার্থী ছিল এবং শুধুমাত্র আমিই একজন শিক্ষক ছিলাম। এখন এই স্কুলে শিক্ষক এবং প্রায় ২৫০ জন পড়ুয়ার জন্য ৯টি পোস্টিং রয়েছে...এটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল।'

নিম্নচাপের গন্তব্য ওড়িশা-অন্ধ্র উপকূল, পরোক্ষ প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গে

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নিম্নচাপ। তবে এই নিম্নচাপের প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পরোক্ষ প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সেই অর্থে ভারী বৃষ্টির জন্য কোনও রকম সতর্ক বার্তা জারি করা হয়নি, তবে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। সুতরাং এই বাতাসের দাপটে, সমুদ্র বেশ উত্তাল থাকবে। সেই কারণে মৎস্যজীবীদের মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ এবং মৌসুমি অক্ষরেখার প্রভাবে আগামী কিছু দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। নিম্নচাপের জেরে রবিবার পর্যন্ত উত্তাল থাকতে পারে সমুদ্র। উত্তর ও মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপরে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। দমকা হাওয়ার সর্বোচ্চ বেগ ঘণ্টায় ৫৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলে আগামী ৩১ অগস্ট পর্যন্ত সমুদ্রের এই উত্তাল পরিস্থিতি বজায় থাকবে। ওই সময়ে মৎস্যজীবীদেরও সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

এয়ার মার্শাল ডেনজিল কিলোরের উত্তরাধিকার আকাশ ছাড়িয়ে বিস্তৃত : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): এয়ার মার্শাল ডেনজিল কিলোরের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা।
শুক্রবার এক শোকবার্তায় নাড্ডা জানিয়েছেন, এয়ার মার্শাল ডেনজিল কিলোরের উত্তরাধিকার আকাশ ছাড়িয়ে বিস্তৃত। শুক্রবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে নাড্ডা লিখেছেন, 'এয়ার মার্শাল ডেনজিল কিলোরের প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তাঁর বীরত্ব দেশের প্রতি তাঁর অটল সাহস এবং উৎসর্গের প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে।'নাড্ডা আরও লিখেছেন, 'তাঁর উত্তরাধিকার আকাশ ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত। স্পেশাল অলিম্পিক ভারত-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে, তিনি ৪৫০, ০০০-এরও বেশি বিশেষ শিশুর জন্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, খেলাধুলার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি, সচেতনতা এবং ক্ষমতায়নের আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছেন। আমরা এয়ার মার্শাল ডেনজিল কিলোরকে বিদায় জানাই, একজন বীর যিনি আকাশ এবং আমাদের হৃদয় উভয়ই স্পর্শ করেছিলেন। এই শোকের সময়ে তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।'
উল্লেখ্য, বুধবার ৯১ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন এয়ার মার্শাল ডেনজিল কিলোর।

মানবিকতার ছবি দিয়েও নিষ্কৃতি নেই কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): মানবিকতার ছবি দিয়েও নেটনাগরিকদের তোপের মুখে পড়ল কলকাতা পুলিশ। ফেসবুক পেজে পোস্ট করার ২০ ঘন্টা বাদে শুক্রবার বেলা সওয়া ১২টায় মন্তব্য হয়েছে ৩ হাজার ৮০০। এর বারো আনার ওপর পুলিশকে কটাক্ষ করে।
সাব-ইনস্পেকটর মনীষা হাজরা, ২৭ অগাস্ট, ২০২৪ ডিউটি সেরে ফেরার পথে মহাত্মা গান্ধী রোডে ক্ষুধার্ত সহনাগরিকের সঙ্গে নিজের টিফিন ভাগ করে নেন। চিত্রসাংবাদিক অর্ণব চক্রবর্তীর তোলা। সেই ছবি পোস্ট করা হয়েছিলো কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজে।
প্রতিক্রিয়ায় পৃথা রায়চৌধুরী লিখেছেন, "লোক হাসাচ্ছেন কেন? প্লিজ ভুলভাল পোস্ট করে ভাববেন না আমরা অন্যায় অবিচার সব ভুলে যাচ্ছি।" প্রিয়ঙ্কা শর্মা লিখেছেন, "আবার অনেক পুলিশ কুকুরের উপর অত্যাচার হলে থানাতে অভিযোগ পর্যন্ত নেয় না, পশুপ্রেমীরা এটা ভালো জানেন।" আকাশ ভুঁইয়া লিখেছেন, "এই সব পোস্ট করে সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা যেন না করা হয়!"
অরুণাভ মালো লিখেছেন, "খুব ভালো কাজ করেছেন অনেক ভালোবাসা জানাই। আজ যদি জনগণ ছোট ছোট কুকুরশাবক হতো তাহলে হয়তো আপনাদের থেকে সত্যিই অনেক অনেক ভালো ও সহমর্মী পরিষেবা পেতো। দুঃখের বিষয় আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি।"মধুমিতা মজুমদার লিখেছেন, "এই আপনারাই তো আবার পশুনির্যাতন নিয়ে কেউ এফআইআর করতে গেলে তামাশা করেন। একটা অবলা শিশুকে উনি খাওয়াচ্ছেন। এটা সুস্থ, সুষ্ঠ নাগরিকের কর্তব্য। সেটাকে হাইলাইট করে নিজেরা ভালো হতে পারবেন? মানুষের প্রতিও একটু কর্তব্য করুন!" অপর প্রতিক্রিয়ায় মধুমিতা লিখেছেন, "যেভাবে মুখ পুড়িয়েছেন, এসব দেখিয়ে কোনো লাভ হবেনা।"পুলক রায়চৌধুরী লিখেছেন, "প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টেই বেশ কিছু সংবেদনশীল মানুষ থাকেন।

বন্যা পরবর্তী অবস্থায় ত্রিপুরার কৃষকদের জন্য পরামর্শ

২০২৪ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় সর্বত্র বন্যা পরিস্থিতি চলছে। বন্যার কারণে নিম্নাঞ্চলের ফসল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । এই ক্ষয়ক্ষতি কতটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে তা নির্ভর করছে মাঠ থেকে কত দ্রুত জল সরে যায় । তবে জল সরে যাওয়ার পর এসব ধান ক্ষেতে ধসা ও ঝলসা রোগের সম্ভাবনা বেশি হতে পারে।

বন্যা পরবর্তী অবস্থায় ধান ক্ষেতে ব্যাকটেরিয়াল ধসা ও ঝলসা রোগের উপদ্রব হতে পারে। বন্যা পরবর্তী অবস্থায় নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি অনুসরণ করা যেতে পারে:

i) ক্ষেত থেকে জল নিষ্কাশন করা।
ii) অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার এড়িয়ে চলুন এবং সুষম সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
iii) আগাছা এবং সমান্তরাল হোস্ট ধ্বংস করা ।
iv) ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত থেকে জল প্রবাহ এড়িয়ে চলুন।
v) যদি চারা উপলব্ধ থাকে তবে বন্যা প্লাবিত ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলিতে ফাঁক পূরণ করতে হবে ।
vi) টেট্রাসাইক্লিন @ ০.৬ গ্রাম/লিটার স্প্রে করা। অথবা স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট + টেট্রাসাইক্লিন সংমিশ্রণ ৩০০ গ্রাম + কপার অক্সিক্লোরাইড ১.২৫ কেজি / হেক্টর। ব্যাকটেরিয়াল ঝলসা রোগের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হলে ১৫ দিন পরে পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে ।
vii) ঝলসা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাইসাইক্লাজল ৭৫ ভেজা পাউডার @ ০.৮ গ্রাম/লিটার জল স্প্রে করা যেতে পারে। বৃষ্টিপাতের কারণে স্প্রে ধোয়া বন্ধ করতে স্টিকার ব্যবহার করা যেতে পারে।
viii) ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রোবিন ২৫% + টেবুকোনাজোলে ৫০% @ 0.৪ গ্রাম/লিটার স্প্রে করা যেতে পারে ধানের ঝলসা রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে।
ix) ভ্যালিডামাইসিন @ ২ মিলি/লিটার স্প্রে করাও কার্যকর হতে পারে।

ঝলসা রোগ

ধসা রোগ

বন্যা পরবর্তী অবস্থায় ধানের পামরি পোকা, ধানের চুঙ্গি পোকা এবং পাতামোড়ানো পোকার উপদ্রব লক্ষ্য করা যেতে পারে। কীটপতঙ্গের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরামর্শগুলি অনুসরণ করা যেতে পারে:

i) বিকল্প হোস্ট ধ্বংস, সঠিক নিষ্কাশন, সুষম সার ব্যবহার ইত্যাদি সংক্রমণ কমাতে পারে।
ii) সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের জাত দিয়ে পুনরায় রোপণ করা যেতে পারে।
iii) পোকামাকড়ের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন করা যেতে পারে।
iv) অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।
v) সকালের সময় জাল দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক পোকা সংগ্রহ করা এবং এই পোকাগুলো ধ্বংস করা।
vi) গুরুতর সংক্রমণের ক্ষেত্রে ম্যালাথিন ৫০ ইসি বা ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি @ ২ মিলি/লিটার স্প্রে করা যেতে পারে।
vii) ক্লোরেন্ট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫ SC @ 0.৩ মিলি./লিটার বা @ ইমামেক্টিন বেনজয়েট @0.৫ গ্রাম/লিটার পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্প্রে করা যেতে পারে।
viii) এই কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্ভব হলে ৪-৫ দিনের ব্যবধানে ক্ষেতের বিকল্প শুকানো এবং ভিজানো করা যেতে পারে।

পামরি পোকা চুঙ্গি পোকা পাতামোড়ানো পোকা

সৌজন্যেঃ কৃষিতথ্য শাখা
রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র,অরুন্ধতীনগর
কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
ICA/D-7402/24

বর্জ পদার্থের দুর্গন্ধে ক্ষোভ বাড়ছে কাঁকসায়, সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

দুর্গাপুর, ৩০ আগস্ট (হি.স.): ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল অনেকদিন ধরেই, বহিঃপ্রকাশ হল শুক্রবার। মদ কারখানার বর্জ্য পদার্থ রাখার ফলে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এই অভিযোগে শুক্রবার পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার ডোমড়া গ্রামের বাসিন্দারা পানাগড়-দুবরাজপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন। তাঁদের আরও অভিযোগ, এই বর্জ্য পদার্থের ফলে চাষের জমির ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি, এলাকার বাসিন্দারাও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।এই নিয়ে আগেও দরবার করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু, কেউ কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ। অবশেষে শুক্রবার পানাগড়-দুবরাজপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধের জেরে পানাগড়-দুবরাজপুর রাজ্য সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

ভিএইচপি নেতা হত্যা মামলা : দিল্লি ও পঞ্জাব-সহ দেশের বিভিন্ন ঠিকানায় অভিযানে এনআইএ

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-এর নেতা বিকাশ প্রভাকর হত্যা মামলায় শুক্রবার দেশের বিভিন্ন ঠিকানায় অভিযানে নেমেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। শুক্রবার সকাল থেকে দিল্লি ও পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে চলছে এই অভিযান।এছাড়াও জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) জানিয়েছে, নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে নকশাল মামলায় দেশের চারটি রাজ্যে তল্লাশি অভিযান চলছে।

এইবারের লড়াই আমেরিকার ভবিষ্যতের জন্য : কমলা হ্যারিস

জর্জিয়া, ৩০ আগস্ট (হি.স.): এইবারের লড়াই আমেরিকার ভবিষ্যতের জন্য। জোর দিয়ে বললেন ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। বৃহস্পতিবার তিনি জর্জিয়ার সমাবেশ থেকে বলেছেন, এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যতের জন্য। জর্জিয়ায় সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় কমলা হ্যারিস আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, এবারের নির্বাচনে তাঁদেরই জয় হবে।কমলা হ্যারিস বলেছেন, '৬৮ দিন বাকি, আমরা এখানে সত্য কথা বলতে

বৃষ্টি এখনই থামবে না গুজরাটে, ওড়িশা ও কর্ণাটকেও দুর্যোগের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): প্রবল বর্ষণে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত গুজরাটের বিভিন্ন জেলায়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি একাধিক জেলায়, মৃত্যুর সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়ে দিয়েছে, গুজরাটে আপাতত বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ-সহ গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত চলবে। গুজরাট ছাড়াও দেশের আরও কয়েকটি রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওড়িশা, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, উপকূল কর্ণাটক, কেরল ও মাহে, অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল এবং ছত্তিশগড়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৩১ আগস্ট ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ছত্তিশগড়, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল, বীরভদ্র ও তেলেঙ্গানায়। ১ সেপ্টেম্বরও বীরভদ্র ও তেলেঙ্গানায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এরপর ২ সেপ্টেম্বর গুজরাট, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং গোয়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আরও দুই নেকড়েকে ধরতে অভিযান জারি, বাহরাইচে পাকড়াও মোট ৪ মানুষখেকো

বাহরাইচ, ৩০ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষখেকো দুই নেকড়ে। ওই দুই নেকড়েকে পাকড়াও করতে শুক্রবার সকালেও বন দফতরের অভিযান জারি রয়েছে। প্রধান বন সংরক্ষক কেন্দ্রীয় অঞ্চল রেণু সিং বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ৪টি নেকড়ে ধরা পড়েছে। দু''টি নেকড়ে এখনও বাকি আছে, সেগুলি ধরার প্রস্তুতি চলছে। ড্রোনের মাধ্যমে চলছে নজরদারি।বন দফতর সূত্রের খবর, গত দেড় মাসে নেকড়ের শিকার হয়েছে ছ'টি শিশু-সহ ৮ জন। জখম ২২ জন।
বহরাইচ জেলার মাহসি ব্লকের সিসিয়া পঞ্চায়েত এবং আশপাশের অঞ্চলগুলিতেই মূলত ঘটছে নেকড়ের হানার ঘটনা।
নেকড়ের আতঙ্কে রীতিমতো তটস্থ ছিলেন সিসিয়া পঞ্চায়েত এবং আশপাশের অঞ্চলগুলির বাসিন্দারা। অবশেষে ৪টি নেকড়ে ধরা পড়েছে, বাকি রয়েছে আরও দু''টি।

Walk In Interview
A Walk in Interview will be held for the engagement of one (1) Yoga Teacher on purely Part time contractual basis for the session 2024 -25. The interested eligible candidate fulfilling the criteria can attend walk-in-Interview on 6th September, 2024 at 11 A.M along with
plain paper application with necessary documents.
Eligibility Criteria:
1. Candidate should be a domicile of Tripura.
2. Candidate must be 18 to 40 years aged (5 years relaxation for ST/SC/PH candidates).
3. Candidate must be HS Passed with Certificate of participation (District/State/National Level) in the field of Yoga.
Terms and Conditions:
1. The engagement will be purely temporary and no work-no pay basis.
2. The temporary engagement can not be claimed for regularization of service.
3. The engagement may be continued or discontinued any time depending upon the quality of service rendered by the candidate.
4. Engagement continuation is also depends on the ability of fund.
5. The authority reserves the right to make any changes in the Advertisement if required.
6. The honorarium will be Rs. 200/- (Two Hundred) only per class. Maximum 30 classes in a month.
7. No TA/DA is admissible for appearing in the interview.
8. Interested candidates should submit application with plain paper to the undersigned on or before 4th September,2024.
Date of Interview: 06.09.2024
Time: 11:00 AM onwards.
Place: PM SHRI Mandwi Bazar English Medium HS School.
ICA/D/733/24 (
PM SHRI Mandwi Bazar H.S School Jirania, West Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER
No.F.5(1-116)-STORE/DHS/2023-24
Dated, Agartala 27/08/2024
A Tender is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, Government of Tripura from resourceful, experienced and bona fide, renowned licensed Manufacturer or Importer for procurement of "Smart Phones And CELC Fingerprint Scanner for Different Health Institution, under Directorate of Health Services, Agartala" (Rate contract valid up to 1 year) under the HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TRIPURA,."
The details of tender are available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is 17/09/2024 up to 5:00 pm.
ICA/C/1332/24
(Sd/-)
I/C, Director of Health Services
Govt. of Tripura, Agartala

No. F.37 (1)/DM/W/ÑAZ/ GeM/2023/ | 0203
Date: -28/08/2023
NOTICE INVITING SEALED TENDER
Sealed Tender are hereby invited for purchased of All In One Computer, Printer, High speed Scanner and Print -copy-scan Printer (Multiple Printer) in the office of the District Magistrate & Collector, West Tripura District .The tender will be received from 31ST August 2024 at 11.30 AM to
09th September 2024 at 04.00 PM from the bidders and will be opened on 09th September, 2024 at 11.45 AM, if possible. Details on website https://westtripura.nic.in.
ICA/C/1320/24
Senior Deputy Magistrate, O/o, the DM and Collector, West Tripura District

PNIT NO: 45 /EE/RD/ SNMD/2023-24, Dt. 28/08/2024
The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 10/09/2024 for 5 (One) no. construction work amounting to Rs 6,40,140.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/1324/24
Executive Engineer RD Sonamura (Dhanpur) Division M:9436592862

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
Medical Superintendent & Head of Department. AGMC & GBP Hospital. Agartala. invites Public Tender for the execution of following work under 02 (two) bid system through e-tendering from bonafide experience, reliable, resourceful & reputed contractor having experience for "Supply of Dietary Articles" in Public Sector Undertaking/Government Sector/Autonomous Institutions/ Reputed Private Sector:

Sl. No.	Details	Date & Time
1.	Name of Work	Rate contract for supply of Dietary Articles at AGMC & GBP Hospital, Agartala and Mohanpur CHC & RHTC, West Tripura
2.	Period of contract	Valid for 02 (two) years from the date of award of the rate contract. Extendable for a further period of 01 (one) year on satisfactory service.
3.	Tender Estimate Value Cost	Rs. 2,30,60,000/- Approx. per year
4.	Earnest Money Deposit (EMD)	Rs.5,76,500/-
5.	Cost of Tender Document	Rs. 5,000/-
6.	Date and time of Publishing of Tender	Date: 27.08.24, Time: 5:00 PM
7.	Document download & uploaded https://tripuratenders.gov.in	Date: 27.08.24, Time: 5:30 PM
8.	Date of Pre-bid meeting	Date: 03.09.24, Time: 1:00 PM
9.	Place of Pre-bid meeting	College council Room, AGMC & GBP Hospital, Agartala
10.	Bid Opening Date and Time	Date: 12.09.24, Time: 11:00 AM
11.	Place of opening Bids	College Council Room, AGMC & GBP Hospital, Agartala
12.	Bid Validity	180 days from the date of publication of NIT
13.	Officer Inviting Bids	Medical Superintendent & HoD, AGMC & GBP Hospital, Kunjaban-799006, Agartala, Tripura (W)
14.	Performance Security	Rs. 6,91,800/-
15.	Completion period for the work	90 days

Note:- All the above mentioned time are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in. In case the date of opening happens to be a declared holiday, then tenders shall be opened on the next working day at the same time and at the same venue. The tender document can also be seen an AGMC website www.agme.nic.in. Any amendment corrigendum to this e-tender will be published on the AGMC website www.agmc.nic.in & e-procurement portal website https://tripuratenders.gov.in only and not in print media. Bidders should regularly visit these websites to keep themselves updated.
ICA/C/ 1311/24
Medical Superintendent & HOD AGMC & GBP Hospital, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- 05/EE/DWS/AGT-II/2024-25
Dated- 28/08/2024
The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e- tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/ Central & State Sector for the works as detailed

ক্রঃ নং	Name of Work with DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee
1	DNIe-T No: 21/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2024-25	₹36,27,540.00	₹72,550.00	60 (sixty) Days	₹.1,000.00
2	DNIe-T No: 22/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2024-25	₹34,11,280.00	₹68,226.00	90 (ninety) days.	₹.1,000.00
3	DNIe-T No: 23/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2024-25	₹9,65,162.00	₹ 19,303.00	120(one hundred twenty) Days	₹.1,000.00
4	DNIe-T No: 24/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2024-25	₹9,67,016.00	₹ 19,340.00	365(three hundred sixtyfive) Days	₹.1,000.00
5	DNIe-T No: 25/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2024-25	₹. 9,60,507.00	₹. 19,195.00	180 (One Hundred and Eighty)days	₹.1,000.00

Last date and Time for Document Downloading and Bidding-12/09/2024 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid-12/09/2024 up to 15.30 hours..
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.
For and on behalf of the Governor of Tripura"
ICA/C/1316/24
(Er. D. Dasgupta) by
Executive Engineer DWS Division, Agartala-II,

অভিষেকের নকল লেটারহেড নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেতা

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ভাঙিয়ে কোটি টাকার প্রতারণা। গ্রেফতার নিউটাউনের এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। ধৃত নেতার নাম কৌশিক সরকার। নকল লেটারহেড ব্যবহার করে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগ রয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে।পুলিশ সূত্রে খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে নকল প্যাড ছাপিয়ে ছিলেন অভিযুক্ত। সেই প্যাড ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গায় নানা কাজের সুপারিশ করে দিতেন অভিযুক্ত। এমনকী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরও নকল করেছেন তিনি বলে অভিযোগ। বিভিন্ন কাজের সুপারিশ করে একাধিক লোকের কাছ থেকে মোটা টাকা তুলতেন কৌশিক।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই জালিয়াতি চালিয়ে আসছিলেন তিনি। উত্তর দিনাজপুরের এক ব্যক্তি ধৃতের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে নিউটাউনের ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করে কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ।

জিরানিয়া মহকুমায় শান্তি বজায় রাখতে ফের বৃদ্ধি করা হল বিএনএসএস ১৬৩ ধারার সময় সীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট: রানিরবাজারে কালীমূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে এখনো পর্যন্ত এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে এবং কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফ থেকে বিএনএসএস ১৬৩ ধারাকে আরো বৃদ্ধি করেছে।

এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ৩১.০৮.২০২৪ রাত ১ টা থেকে ০২.০৯.২০২৪ রাত একটা পর্যন্ত জিরনিয়া মহকুমায় বিএনএসএস ১৬৩ ধারা জারি থাকবে।

সম্পন্ন হল বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ আগস্ট: সম্পন্ন হল বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির শপথ গ্রহণ পর্ব। আজ বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির শপথ গ্রহণ পর্ব সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির মোট ১৩ জন সদস্য আজ শপথ গ্রহণ করেছেন।

শপথ গ্রহণ পর্বের প্রথম পর্যায় শেষে অনুষ্ঠিত হয় নতুন সদস্যদের প্রথম সভা। যার পর সভা শেষে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করা হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে, স্বপ্না নম: বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন হিসেবে শপথ নেন। ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে শপথ নেন সেলিনা আক্তার। শপথ গ্রহণ পর্ব শেষে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।

শপথ বাক্য পাঠ করান জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক নিবেদীতা ভৌমিক। সাক্ষাৎকারে নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন স্বপ্না নম: জানান, আগামী দিনে তিনি সকলের সাথে মিলেমিশে বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার উন্নয়নে কাজ করবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর বিধানসভার জনপ্রিয় বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন।

এছাড়াও বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সনয় সরকার, বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান এরশাদ মিয়া, বিশিষ্ট সমাজসেবক অসীম ভট্টাচার্য, এবং সমাজসেবক সুভাষ চন্দ্র সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এই শপথ গ্রহণ পর্বটি এলাকার জনগণের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে, এবং সবাই নতুন নেতৃত্বের কাছ থেকে উন্নয়নমূলক কাজের আশাবাদী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় দলের

● প্রথম পাতার পর

পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলটি আজ প্রথমে খোয়াই মহকুমার অজগরটিলা এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষিজমি ও খোয়াই নদীর ভাঙ্গন পরিদর্শন করেন। এরপর চেবরি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও মৎস্যচাষিদের সাথে কথা বলেন।

এরপর প্রতিনিধিদলটি কল্যাণপুর ব্লক এলাকায় চা বাগান সংলগ্ন খোয়াই নদীর পাড়ের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমি, দক্ষিণ দুর্গাপুর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমি ও সড়ক, ঘিলাতলী বাজার সংলগ্ন গোদারা ঘাটে খোয়াই নদীর উপর ক্ষতিগ্রস্ত স্টিলব্রিজ, আশেপাশে সব্জি ক্ষেত, কৃষি জমি পরিদর্শন করেন। এরপর কমলনগর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমি, মৎস্যচাষের জলাশয়, পাকা রাস্তা পরিদর্শন করেন ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রতিনিধিদল ৪৩ মাইলের বিলাধন রিয়াং চৌধুরী পাড়া হাইস্কুলে ত্রাণ শিবির ঘুরে দেখেন ও শিবিরে থাকা বন্যা দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন। তারা ৪৭ মাইলে ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয় সড়কটিও পরিদর্শন করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রন, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, ত্রাণ পুনর্বাসন এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের অধিকর্তা জে ভি দোয়াতি সহ বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ।

অন্যদিকে, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণে খোয়াই জেলা পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায় সমগ্র খোয়াই জেলা জুড়ে কৃষি থেকে শুরু করে প্রতিটি বিভাগেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।আমন ধান সহ কৃষিজাত ফসল উৎপাদনে ও উদ্যানজাত গ্রীষ্মকালীন শাক সব্জির চাষেও। গ্রাম শহরের রাস্তাঘাট ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও কমবেশী ক্ষয়ক্ষতির হয়েছে।জলাশয় ও পুকুর থেকে বিশাল পরিমাণ মাছ বন্যার জলের তোড়ে ভেসে যাওয়ার কারণে মাছ চাষের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়।

শুক্রবার সেই ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করেন আন্ত:মন্ত্রণালয়ের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল।আইএমসিটি পরিদর্শনকারী দল খোয়াইয়ের বন্যার কারণে ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করেছে। প্রতিনিধি দলটি এদিন সকাল দশটায় খোয়াই ব্লক এলাকার পশ্চিম সোনাতলা গ্রামের জামিরা গ্রামে ছুটে যান। সেখানে তারা কৃষকদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং সাধারণ মানুষের বাড়ি ঘরের ক্ষয়ক্ষতিসহ খোয়াই নদীর আশপাশ অঞ্চল গুলো ঘুরে দেখেন। পরে এই প্রতিনিধি দলটি চেবরী গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি পুকুর পরিদর্শন করেন এবং পুকুরের মালিকদের সঙ্গে কথা বলেন ক্ষয়ক্ষতির বিষয়গুলো নিয়ে। পরে কেন্দ্রীয় এই প্রতিনিধি দলটি কল্যাণপুর ব্লক এলাকার কমলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমিগুলো পরিদর্শন করেন।

এরপর দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের রতিয়া, কল্যাণপুরের চা বাগান এবং ঘিলাতলি বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত স্টিল ব্রিজটি পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে এই প্রতিনিধি দলটি চলে যান মুঙ্গিয়াকামী ব্লক এলাকায়। সেখানে জাতীয় সড়কের ভগ্নদশা গুলো পরিদর্শন করার পাশাপাশি তারা ৪১ মাইল এবং ৪৭ মাইল এলাকাগুলো পরিদর্শন করেন। আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন মহেশ কুমার, পি কে মিনা, শশাঙ্ক ভূষাণ।

এছাড়াও এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, অতিরিক্ত জেলাশাসক, খোয়াই ও তেলিয়ামুড়ার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, কৃষি দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ডি ডব্লিউ এস দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরের জেলা স্তরের আধিকারিকরা সহ আইসিএ দপ্তরের তিন আধিকারিক।

এক সাক্ষাৎকারে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের আধিকারিক মহেশ কুমার জানিয়েছেন, গোটা রাজ্যে দুটি দল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন জেলাগুলোতে পরিদর্শন করেছেন। প্রতিটি স্থানে কৃষি, মৎস্য, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বেশ ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তারা দেখেছেন। পরিদর্শন শেষে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে একটি রিপোর্ট তারা রাজ্য সরকারকে যেমন দেবেন ঠিক তেমনি আন্তঃমন্ত্রণালয়েও পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন।

ভয়াবহ বন্যায় আন্তঃমন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় দল (আইএমসিটি) আজ কল্যাণপুরের বিধ্বস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছেন। তারা ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন শুরু করেছে।

এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের মহেশ কুমার, পি কে মিনা, শসাঙ্ক ভূষণ। তাছাড়া, সাথে ছিলেন খোয়াইয়ের জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন, এ ডি এম, তেলিয়ামুড়ার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, এস আই ও মিঠন দত্ত প্রমুখ। তাছাড়া, প্রতিনিধি দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় ত্রাণ, পুনর্বাসন ও রাজস্য দপ্তর এর ডিরেক্টর জে ভি দুয়াতি।

এদিনের প্রতিনিধি দলটি ঘিলাতলী, দক্ষিণ ঘিলাতলী পঞ্চায়েত ও সফর করেন। ঘিলাতলির যে স্টিল ব্রিজটি বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে সেটি পরিদর্শন করেন। তারপর আন্ত:কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল বিকেলে তেলিয়ামুড়াতে পর্যালোচনা বৈঠকও করেন। কল্যাণপুরের কৃষি জমি সহ মানুষের জলাশয় ও বাড়িঘর সহ রাস্তার কি পরিমান ক্ষতি হয়েছে তা চাক্ষুষ করেন।

গ্রেপ্তার ২

● প্রথম পাতার পর

তৈরিতে বাধা দিলে মেয়েটিকে মাটিতে ফেলে গলায় চেপে ধরে মেয়েটির গোপনাঙ্গে গরম জল ঢুকিয়ে দেয়ে পালিয়ে যায় ওই উপজাতি নাবালক যুবক।

আর এই ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই মনু বাজার থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে নাবালিকা মেয়েটিকে কলাছড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক অবস্থা বেগতিক দেখে সাথে সাথে মেয়েটিকে শান্তিবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

বর্তমানে নাবালিকা মেয়েটি চূড়ান্তভাবে অসুস্থ অবস্থায় শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনু বাজার থানা মামলা রুজু করে তদন্তে নামে। আজ দুপুরবেলা মনু বাজার থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ বিষ্ণুপদ ভৌমিক জানান, এই নাবালিকা মেয়েটিকে আপন মাসি সুপ্রিয়া ত্রিপুরা প্রথমে গত এক মাস আগে একটি উপজাতি নাবালক ছেলেটির হাতে তুলে দেন শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য। কিছুদিন পর আবারও মাসি অন্য আরেকটি উপজাতি নাবালক ছেলের হাতে তুলে দেন শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য। গতকালকে মনু বাজার থানা ঐ দুই উপজাতি নাবালক যুবক আটক করে থানায় নিয়ে আসে। আজ ঐ দুই অভিযুক্তকে সাব্রুম মহকুমা আদালতে হাজির করেন। ওসি আরো জানান, নির্যাতিতা নাবালিকা উপজাতি মেয়েটির মাসি সুপ্রিয়া ত্রিপুরা এবং মেসো সুকান্ত ত্রিপুরাকে এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

পর্ষদ সভাপতি

● প্রথম পাতার পর

পাশের হার ৭৯.২৭ শতাংশ। বছর বাঁচাও পরীক্ষায় পাশ করেছে ৩৩৪৫ জন। পাশের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২.৪৬ শতাংশ। বছর বাঁচাও ফলাফল পর্ষদের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, আজকে ২০২৪ সালের বোর্ড পরীক্ষার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমাপ্ত হলো। আগামী ২ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের পরীক্ষার যাবতীয় কাজকর্ম শুরু হবে।পর্ষদের সভাপতি জানান, যেসকল ছাত্র ছাত্রী অন্য বোর্ড থেকে পাশ করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে, তাদের প্রথমে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

বিরোধী দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

দেয় না। যার ফলস্বরূপ পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।তাঁর কটাক্ষ, ছাপ্পা ভোটে শাসক দলের মনোনীত প্রার্থীরা জয়ী হয়েছে। ছাপ্পা ভোটে বিজয়ীদের শপথ গ্রহণ বাতিল করছে জনতা। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শাসকদলের কর্মী সর্মথকরা রক্তাক্ত হচ্ছেন। জনগন শাসক দলের প্রধান ও উপপ্রধান পদে ঘোষিত প্রার্থীদের মেনে নিতে পারছেন না। কারণ, তাঁরা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এরই প্রতিবাদে পথ অবরোধ করছেন জনগণ। রাজ্যে বর্তমানে দাবানলের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রকৃত জিডিপি ৬.৭শতাংশ হরে বৃদ্ধি পাবে

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট : কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের (এমওএসপিআই) অধীনস্ত জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় (এনএসও) থেকে এক বিবৃতিতে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের (এপ্রিল-জুন) ক্ষেত্রে মোট ঘরোয়া উৎপাদন বা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের সম্ভাব্য হিসেব প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের এই প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপি' হিসাবপত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ হলো :

গত কয়েক বছরের উচ্চ বেস প্রভাব সত্ত্বেও প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.৭শতাংশ

গত বছরের ৫% এর তুলনায় ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ৭% প্রবৃদ্ধি ;

নির্মাণ খাতে ৮.৬% এর শক্তিশালী বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে ;

আর্থিক ক্ষেত্র, রিয়েল এস্টেট এবং পেশাদারি পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ৭.১% হয়েছে ;

বিশ্ব বাণিজ্যে ধীর প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৭ শতাংশ। ইউএনসিটিএডি'র তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে উন্নত দেশগুলির আমদানি বৃদ্ধির সাথে পণ্যদ্রব্য বাণিজ্য মাত্র ১% বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিষেবা বাণিজ্যও বেড়েছে মাত্র ১.৫ শতাংশ।

আরো বলা হয়েছে, যে, অনেকগুলো কারণে আগামী ত্রৈমাসিকেও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেমন -

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) তথ্য অনুসারে, ভারতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ২৬.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-এর এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ২২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা প্রায় পাঁচটি ত্রৈমাসিকের মধ্যে দ্রুততম সম্প্রসারণ।

খারিফ মরশুমের বীজ বপনের কাজ চলছে এখন। ২৩ আগস্ট ২০২৪ অনুসারে খরিফ মরশুমের বপন আগের বছরের তুলনায় ১.১ শতাংশ বেশি হয়েছে।

আগের বছরের একই সময়ের সঙ্গে তুলনায় জ্বালানির ব্যবহার ২০২৪ সালের জুন মাসে যেখানে ২.৭% বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেখানে জুলাই মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৪ শতাংশ।

পিএমআই ম্যানুফ্যাকচারিং এবং পিএমআই সার্ভিসেস সূচকগুলি দৃঢ়ভাবে ৫০ সূচকের উর্ধ্বে থাকার প্রবণতা ধরে রাখায় দেশীয় উৎপাদন ও পরিষেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে জিএসটি - থেকে রাজস্ব সংগ্রহ গত বছরের একই মাসের জিএসটি রাজস্বের তুলনায় ১০.২৮% বেশি।

২০২৪ এর জুলাই মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণের সংখ্যা ১৮.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৪ এর জুনে অভ্যন্তরীণ বিমান যাত্রীদের সংখ্যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৪ এর জুনে রেলে মাল পরিবহণের পরিমাণ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.১% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৪ এর জুলাই মাসে ইউপিআই লেনদেনের পরিমাণ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৪.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

আগের বছরের তুলনায় চলতি বছরে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণে দুই অংকের প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যার মধ্যে ৯ আগস্ট ২০২৪ শেষ হওয়া পাক্ষিকে খাদ্যভিন্ন অন্য ক্ষেত্রের ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩.৫ শতাংশ।

ইপিএফও-এর ক্ষেত্রে পেরোল সহ মোট সংযোজন ২০২৪ এর মে মাসের হিসেবে হয়েছে ১৯.৫০ লাখ, অন্যদিকে গত বছরের একই সময়ে তা হয়েছিল ৯.২৫ লাখ।

গাঁজা সহ আটক তিন মহিলা

● প্রথম পাতার পর

অভিযান নিয়ে বোধজংনগর থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান টিআর০১- একিউ-০৪৯৪ নম্বরের একটি মারুতি ওমনি গাড়ি দিয়ে মহিলারা গাঁজা পাচার করছিল। পুলিশ উৎ পেতে বসে ১৮ কেজি গাঁজা সহ ৩ মহিলাকে আটক করে নিয়ে আসে থানায়।গাড়িটি সিজ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইন অনুযায়ী মামলা নিয়ে আজ তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়।

বয়কট মথার

● প্রথম পাতার পর

আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার দিন বিডিওর সঙ্গে কথা বলে শনিবার দিন তিপ্রা মথা দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন।

ভারতে বাড়ছে মালয়েশিয়ার পর্যটকের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : মালয়েশিয়া থেকে ভারতে আসা পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে। শুক্রবার পর্যটন মন্ত্রক জানিয়েছে যে ২০২২ সালে মালয়েশিয়া থেকে আসা পর্যটকের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। আগামী দিনে এই সংখ্যা বহুগুণ বাড়ার সম্ভাবনা আছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, দুই দেশের মধ্যে পর্যটনকে সুগম করার লক্ষ্যে ভারতের পর্যটন মন্ত্রক এবং মালয়েশিয়া সরকারের পর্যটন, শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের মধ্যে চলতি মাসে একটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। .জানা গেছে, এর মূল উদ্দেশ্য হল পর্যটন পণ্য ও সেবার প্রচার ও বিপণন, পর্যটন গবেষণার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ, বিনিময় কর্মসূচি-সহ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, পর্যটন কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা জোরদার করা, বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, চিকিৎসা পর্যটনের উন্নয়ন।

আর জি কর কাণ্ডে মালদায় আন্দোলনে নামল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

গাজোল, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এবার আন্দোলনে নামল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। ঘটনায় অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে শুক্রবার মিছিল এবং কলেজ গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ গাজোল কলেজ ইউনিট। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীরা।তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গাজোল কলেজ ইউনিটের সভাপতি শুভঙ্কর সাহা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। অথচ এখনও পর্যন্ত তাদের তদন্তে কী উঠে এসেছে তা কেউ জানতে পারছেন না। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দোষীর বিচার এবং ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি আমরা।'এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মালদা জেলা কমিটির সম্পাদক বিকি ঘোষ, কলেজ ইউনিট সভাপতি শুভঙ্কর সাহা, সহ সভাপতি প্রীতি বিশ্বাস সংগঠনের কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুমন দাঁ।

বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য মহিলা কমিশনের অফিস ঘেরাও নিয়ে ধুন্ধুমার

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : রাজ্য মহিলা কমিশনে বিজেপির মহিলা মোর্চার "তালা লাগাও" কর্মসূচি ঘিরে বৃহস্পতিবার ধুন্ধুমার কাণ্ড হলো। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই রাজ্য মহিলা কমিশনের অফিসে এদিন ধর্না হয়।

এদিন অগ্নিমিত্রা পাল, লকেট চট্টোপাধ্যায়, দেবশ্রী চৌধুরীদের নেতৃত্বে অভিযান হয়। দেবশ্রী প্রশ্ন তোলেন, রাজ্য মহিলা কমিশনের অস্তিত্ব আছে? আর জি কর কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফার দাবি জানানো হয়।

এদিন পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিজেপির মহিলা মোর্চার। পুলিশের ব্যারিকেডে আটকে রাস্তায় বসেই শ্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভ দেখান প্রতিবাদী মহিলারা। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপির মহিলা মোর্চার সমর্থকরা। প্রতীকী তালা ঝুলিয়ে দেন কমিশনের ফটকে।

বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের ভয় পাচ্ছেন।" মুখ্যমন্ত্রী নিজে মুখ যখন বন্ধ রেখেছেন, অন্য রাজ্যের জন্য মুখ খুলছেন। বাংলার জন্য মুখ খুলুন, নাহলে মহিলা কমিশন অফিসটা বন্ধ করে দিন।অভিযুক্ত চিকিৎসককে নিয়ে কোনওরকম বিবৃতি তারা দেয়নি। পরে কমিশনের চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে মোর্চার পাঁচ প্রতিনিধি ভিতরে গিয়ে তাঁদের দাবি জানান।

আর জি কর কাণ্ডে বুদ্ধিজীবীদের মিছিলে অনুমতি হাইকোর্টের

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): কলকাতায় আরও একটি মিছিলে অনুমোদন দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আর জি করে চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামতে চেয়েছেন বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। কিন্তু কলকাতা পুলিশ তাদের অনুমতি দেয়নি বলে আদালতে দ্বারস্থ হতে হয়। শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি।

বুদ্ধিজীবী ও আইনজীবীদের একাংশের অভিযোগ, আর জি কর কাণ্ডে ৩ সেপ্টেম্বর শহরে মিছিল করতে চেয়ে পুলিশের কাছে অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ অনুমোদন দেয়নি। তাই আদালতের দ্বারস্থ হওয়া।মামলা দায়েরের অনুমতি দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। শুক্রবার দুপুরে হয় শুনানি। সংগঠনের তরফে আইনজীবী বলেন, শান্তিপূর্ণ মিছিল করতে পুলিশ বাধা দিচ্ছে। এক হাজার জনের মিছিলের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। রাজ্যের তরফে আইনজীবী অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, শুধু সময় বদলাতে চাইছে রাজ্য, কারণ ওই সময় অফিস ছুটি হয়।বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যের আইনজীবীকে বলেন, "চারিদিকে যে বিক্ষোভ হচ্ছে, শুধু সময় বেঁধে দিয়ে আপনি কি সেটা আটকাতে পারবেন?" তবে সময় ছাড়া রাজ্য কোনও আপত্তি না করায় শান্তিপূর্ণ মিছিলে অনুমোদন দিয়েছে আদালত।বুদ্ধিজীবী ও আইনজীবীদের একাংশ এদিন জানান, আরজি করে ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সদন থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত তাঁরা মিছিলের আয়োজন করেছেন।

ADMN-13012/1/2017-ADMN

ভারত সরকার
১/৯২৫৪ / উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্র বিকাশ মন্ত্রক
উত্তর-পূর্ব কাউন্সিল সচিবালয়,
ননগ্রিম হিলস, শিলং

ভারত সরকার
উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন মন্ত্রক
উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় কাউন্সিল সচিবালয়
ননগ্রিম হিলস, শিলং -৭৯৩০০৩
ওয়েব সাইট: http://necouncil.gob.in

তারিখ ঃ ১৩ আগস্ট, ২০২৪

নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েটে ১৭ জন স্টেনোগ্রাফার গ্রেড- জজ্জ পদের জন্য উপযুক্ত অফিসার নিয়োগ করা হবে। পে স্কেল ৫০০০-১৫০-৮০০০/-(৫ ম সিপিসি/পিবি -২ ৯৩০০ -৩৪৮০০ /- প্লাস গ্রেড পে ৪৬০০/- (ষষ্ঠ সিপিসি) টাকা বেতন স্কেলের সাথে সম্পর্কিত ৪৪৯০০ত্ত১৪২৪০০/- (লেভেল ৭) এর সপ্তম সিপিসি পে ম্যাট্রিক্স। পোস্টের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

১.	নিয়োগের পদ্ধতি এবং যোগ্যতার মানদণ্ড	দ্বিতীয় পদ্ধতি, ডেপুটেশনের মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির অধীনে যারা সাদৃশ্যপূর্ণ পদ ধারণ করে , আট বছরের নিয়মিত পরিষেবা সহ ৪০০০-১০০-৬০০০(৫ ম সিপিসি)/পি ১ ৫২০০-২০২০০ টাকা/ জিপি ২৪০০/- (ষষ্ঠ সিপিসি) টাকা বেতন স্কেলের সাথে সম্পর্কিত ২৫৫০০ - ৮১১০০ /- (লেভেল ৪) ৭ সিপিসি পে ম্যাট্রিক্স বা সমতুল্য।
২.	ডেপুটেশনের সময়সীমা বা পদের জন্য সর্বোচ্চ বয়স	ডেপুটেশনের সময়কাল একই বা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোনো সংস্থা/বিভাগে এই নিয়োগের অব্যবহিত পূর্বে অনুষ্ঠিত অন্য প্রাক্তন ক্যাডার পদে ডেপুটেশনের সময়কাল সহ, সাধারণত তিন বছরের বেশি হবে না। ডেপুটেশন দ্বারা নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়স সীমা হতে হবে 'আবেদন প্রাপ্তির সমাপ্তি অনুসারে ৫৬ বছরের মধ্যে।
৩.	চাকরির নিয়োগ/ পদের দায়িত্ব	(a) সিনিয়র অফিসারের পিএ হিসেবে কাজ করা।
		(b) ইংরেজিতে শর্টহ্যান্ড ডিকটেশন নেওয়া এবং ইংরেজিতে কম্পিউটারে টাইপিং করা।
		(c) অফিসার/সেক্টর/সেকশন বা যেখানে নিযুক্ত করা হয়েছে সেখানে ভিজিটর ডায়েরি, ফাইল এবং ডাক যোগাযোগ রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ।
		(d) নিয়োগকৃত স্থানের অফিসারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ।
		(e) নিয়োগকৃত স্থানের অফিসার দ্বারা প্রদত্ত যেকোনো কাজ সম্পাদন করা।

বেতন এবং ডেপুটেশনের অন্যান্য শর্তাবলী DoPT's-এর অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে। ডি.এম. নং ৬/৮/২০০৯-Est. (পে-II) তারিখ ১৭.০৬.২০১০ এবং নং ২/১১/২০১৭-Estt. (পে-II) ডিটিডি. ২৪.১১.২০১১ সময়ে সময়ে সংশোধিত। ক্যাডার কর্তৃপক্ষ/বিভাগের প্রধানদের অনুরোধ করা হচ্ছে যোগ্য এবং ইচ্ছুক প্রার্থীদের আবেদন ফরোয়ার্ড করার জন্য যাদের সেবা ডেপুটেশনের ভিত্তিতে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে যাতে এমপ্লয়মেন্ট নিউজে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিচালকের (প্রশাসন) কাছে পৌঁছানো যায়। কারিকুলাম ভিটা (সংযোজন-১) এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য, প্রার্থীদের এনইসি ওয়েবসাইট http://necouncil.gob.inথেকে দেখার এবং ডাউনলোড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

আবেদনপত্র ফরোয়ার্ড করার সময় অফিস/বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আবেদনপত্র/শংসাপত্র সাথে দেওয়ার তালিকা।

১. নির্ধারিত ফরমেটে আবেদনটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা , আবেদনকারী দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং পাল্টা স্বাক্ষর ক্যাডার/নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ।
২. গত পাঁচ বছরের এসিআরএস / এপিএআর-এর সত্যায়িত কপি প্রতিটি পৃষ্ঠায় যথাযথভাবে একজন ভারত সরকারের কর্মকর্তার দ্বারা সীল সহ সত্যায়িত।
৩. সততা শংসাপত্র।
৪ . ভিজিল্যান্স ক্লিয়ারেন্স
৫.ক্যাডার ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট।
৬. গত ১০ বছরের চাকরির জন্য বড় বা ছোট শাস্তির শংসাপত্র।
৭. পরিষেবা রেকর্ড অনুযায়ী একটি শংসাপত্র যে আবেদনকারীর দ্বারা প্রদত্ত বিবরণগুলি যাচাই করা হয়েছে এবং সঠিক হিসাবে পাওয়া গেছে।

দ্রষ্টব্য। পদের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের পরবর্তীতে তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া হবে না

এল এস গ্যাংটে
পরিচালক (প্রশাসন)

CBC 11104/11/0005/2425

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1

8/31/2024, 1:18 AM

াঙ্গন

ইচ্ছাকৃত ব্যঙ্গ উক্তি, নাকি মোবাইল হ্যাকিং দাবার সংস্থার কর্মকর্তার ভূমিকায় ক্ষোভ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা বিশ্বের দরবারে দেশের তথা ত্রিপুরার পতাকা তুলে ধরা অর্শিয়া দাসকে উদ্দেশ্য করে ব্যঙ্গ উক্তি করায় দাবা মহলে ক্ষোভ চরমে। স্বাভাবিক কারণেই অর্শিয়া প্রচন্ডভাবে অপমানিত বোধ করছে। আর তাতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এই উদীয়মান প্রতিভাটি। বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার মাটিতে কমনওয়েলথ দাবার অনুর্ধ-১৪ প্রতিযোগিতার ব্রিটজবিভাগের স্বর্ণপদক জয় করে নজির গড়েছিল পূর্বোত্তরের প্রথম মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু অর্শিয়া। চারদিক থেকে যখন অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছিল সে, তখনই ঘটে যায় এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। রাজ্য দাবা সংস্থার এক কর্মকর্তা মুখ্যমন্ত্রী (প্রফেসর) ডা: মানিক সাহা, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের শুভেচ্ছা বার্তায় এমন এক মন্তব্য করেছেন যা নিয়ে ক্রীড়ামহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন,"অভিনন্দন, বাঘ নাই বনে শেয়াল রাজা"। এই ব্যঙ্গ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকারান্তরে অপমান করেছেন রাজ্যের ওই সোনার মেয়েকে। আর ওই খবর ছড়িয়ে পড়তেই দাবা প্রেমীদের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। নিজেকে বাঁচাতে নতুন নাটক তৈরি করলেন রাজ্য দাবা সংস্থার অর্গানাইজিং সেক্রেটারি (সংবিধান বহির্ভূত পদ) অভিজিৎ ঘোষ। জীবনে কোনও দিন দাবা না খেললেও ছেলের দৌলতে আসা দাবা সংস্থায়। সংস্থায় পা রেখে নিজেকে অনেক বড় ভেবে চলছেন তিনি। রাজ্য সংস্থার সভাপতির অভিজিৎ মল্লিকের ভদ্রতার আড়ালে তিনি করে চলছেন অনেক অন্যায়। এর আগে রাজ্য দাবা সংস্থার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এক অভিভাবকের সঙ্গে করেছিলেন অন্যায়জনক আচরণ। এছাড়া, রাজ্যের এক সিনিয়র দাবাড়ুকে অনেকটা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস ঘর থেকে। অথচ ওই ঘরে নিশ্চিন্তে বসিয়ে রেখেছিলেন নিজের স্ত্রীকে। এ নিয়ে প্রতিবাদ উঠতেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। অনেকেই চেয়েছিলেন বরখাস্ত করা হোক রাজ্য দাবার সংস্থা থেকে এই অকর্মণ্য কর্তাকে। ওই সময় রাজ্য সংস্থার কর্তারা কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় প্রশ্রয় পেয়ে যান তিনি। আর এরই ফলে বৃহস্পতিবার রাজ্যের সেরা দাবাড়ুকে অপমান করতে ভুল করেননি। তবে নিজেকে বাঁচাতে এখন নতুন পথ বেছে নিয়েছেন তিনি। যাকে সস্তা নাটক বলছেন দাবাপ্রেমীরা। শুক্রবার সকালে তিনি দাবা সংস্থার ই-মেলে মেসেজ করে বলেছেন তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নাকি হ্যাক হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্য সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মল্লিক বলেন, এই ঘটনা কখনও বরদাস্ত করা যাবে না। অর্শিয়া শুধু আমাদের নয় দেশের গর্ব। ওকে বদনাম করা আমরা প্রশ্রয় দেবো না। অতিসত্বর বৈঠক ডাকা হবে। তখন যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব প্রদীপ রায় বলেন, জঘন্য ঘটনা। এভাবে কোনও প্রতিভাবান দাবাড়ু সম্পর্কে ব্যঙ্গ উক্তি করা ঠিক নয়। কঠোর মনোভাব নিতে হবে আমাদের। তবে উনি ই-মেল করে আমাদের জানিয়েছেন, উনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে। রাজ্য দাবা সংস্থার প্রাক্তন সচিব দীপক সাহা মনে করেন, ত্রিপুরার দাবার ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হলো। রাজ্য সংস্থার কর্তাদের উচিত অতিসত্বর সংস্থা থেকে বের করে দেওয়া। দাবা প্রেমীরা এই ঘটনা মেনে নিতে পারছেন না। বর্ষিয়ান দাবাড়ু শিখা দাশগুপ্ত বলেন, সেদিন আমার করা প্রতিবাদের পর যদি ওকে সংস্থা থেকে বের করে দিত তাহলে এমন ঘটনা আর ঘটতো না। শুধু সংস্থার কর্তাদের নয় দাবা ফোরামের কর্তাদের উচিত কঠোর মনোভাব নিয়ে এই ঘটনার মোকাবেলা করা। এই ঘটনায় দাবা প্রেমীরা প্রচন্ড আঘাত পেয়েছে। তা চলতে দেওয়া হবে না। হতাশ অর্শিয়ার বাবা পূর্ণেন্দু দাস। বলেন, মেয়ে এত কষ্ট করে দেশ এবং রাজ্যকে সাফল্য এনে দিচ্ছে তারপর যদি এমন ঘটনার সাক্ষী হতে হয় তাহলে না খেলাই ভালো। মূর্খের মতো কিছু বলে দেওয়ার আগে ভাবা উচিত কর্তাদের। যারা এগিয়ে যাচ্ছে তাদের এগিয়ে যেতে দেওয়া উচিত। মন্তব্য করে তাদের পেছনের দিকে টানা উচিত নয়। আমি চাই এর সঠিক তদন্ত হোক এবং দোষীকে সংস্থা থেকে বের করে দেওয়া হোক। হতাশ ত্রিপুরা চেস ফোরামের সচিব বাপ্পি দেব। স্পষ্টভাবেই বলেন, এই ঘটনা কাম্য নয়। অতিসত্বর আমরা বৈঠকে বসছি। এরপর এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্য সংস্থার দ্বারস্থ হবো। যারা ত্রিপুরার দাবাকে পিছিয়ে নিতে মুখ লুকিয়ে কাজ করছে তাদের থাকতে দেওয়া হবে না রাজ্য সংস্থায়।অভিজিৎ ঘোষের হ্যাক হওয়ার সস্তা নাটকের আরেকটি অঙ্গ হলো গত জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কা থেকে পদক জয় করে যখন রাজ্যে ফিরেছিল অর্শিয়া তখনো সেই মন্তব্যই করেছিলেন অভিজিৎ। এর কপি রয়েছে আমাদের কাছে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ফোন ধরে এনিয়ে অভিজিৎ ঘোষ বলেন, আমি এব্যাপারে কিছুই জানিনা। কাল রাত থেকে ফেসবুকও খুলতে পারছি না। শুনতে পেয়েছি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলের জন্যও নাকি আমি টাকা চাইছি। তাই এখন দ্বারস্থ হচ্ছি সাইবার ক্রাইম অফিসে। তদন্ত করলেই সব কিছু বের হবে বলে অনুমান।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA: TRIPURA

Notice Inviting e- tender.

PNIe-T- No: 07/EE/DIV-1/AMC/2024-25
Dated: 29/08/2024

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 18/ EE/DIV-I/AMC/ 2024-25	Rs. 82,82,668	Rs. 1,65,653	60(Sixty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: 04-09-2024 at 14.00 Hrs / 15.00
2. Time and date of opening of bid: 04-09-2024 at 16.00 Hrs (if possible)
3.Bid forms and other details can be obtained from websitehttps://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

মানববর্জ্য অপসারণে নিযুক্ত কর্মীদের জরুরি আহ্বান:

আগরতলা পুর নিগম (AMC) এর আওতায় যাঁরা খোলা নালা সেপটিক ট্যাংক বা পিট ল্যাট্রিন থেকে মানববর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের কাজে (মেনুয়েল স্কেভেঞ্জার্স) যদি কেও নিয়োজিত থাকে, তাঁদের সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা, WP No. 324/ 2020 vide order Dated 20.01.2023 অনুযায়ী। একটি নিরীক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এই নিরীক্ষণের উদ্দেশ্য হলো উক্ত কাজে জড়িত কর্মীদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং তাদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

অতএব, উক্ত কাজে জড়িত সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে, আগামী ১০ই সেপেপ্টম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে নিকটস্থ AMC জোন অফিসে যোগাযোগ করুন এবং জরিপে আপনার তথ্য প্রদান করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা: আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উত্তর জোন পূর্ব জোন/সেন্টাল টোন/দক্ষিণ জোন অফিস

*আপনার সহযোগিতা আমাদের একটি নিরাপদ ও সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়ক হবে।**

আগরতলা পুর নিগম (AMC)
তারিখ

ন্যূনতম গোলে জুয়েলসকে হারিয়ে এ ডিভিশন লিগে জয়ে সূচনা ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু ব্লাড মাউথ ক্লাবেরও। যদিও নূন্যতম গোলে জয়। তবে ফ্লাডলাইটে মাঠ ছিল যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ। প্রতিপক্ষ জুয়েলস এসোসিয়েশন। ব্লাড জুয়েলসের ম্যাচ দর্শকদের তেমন মন ভরতে পারেনি। তবে ন্যূনতম গোলের পাশাপাশি হলুদ ও লাল মিলিয়ে চারটি কার্ড মাঠের পরিবেশ কিছুটা হলেও প্রভাবিত করে তুলেছে। ফুটবলের দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব নূন্যতম গোলের ব্যবধানে জুয়েলস এসোসিয়েশনকে পরাজিত করেছে। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ড্রতে নিষ্পত্তি হয়। তবে ইতোমধ্যে জুয়েলসের দীপক সিং কে রেফারী যথারীতি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করে নেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্লাড মাউথের মহিবাম লাল চেম্বারকেও হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। দ্বিতীয়ার্ধের দীর্ঘ সময়ও আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে ম্যাচ গড়াতে থাকে। অনেকটা শেষ পর্যায়ে ব্লাড মাউতের নবকিশোর সিং একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে ম্যাচের পরিস্থিতি উত্তেজনা পূর্ণ হলেও প্রতিপক্ষ জুয়েলসের পক্ষে গোল শোধ করার আর সুযোগ আসেনি। এদিকে গোলদাতা নবকিশঋর সিং কে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। তবে পরবর্তী মিনিটে জুয়েলসের বিষ্ণু কুমার মলসুমকে রেফারি লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন। বিজয়ী দলের জিষ্ণু পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি রক্তিম সাহা, সত্যজিৎ দেবরায়, বিশ্বজিৎ দাস ও আদিত্য দেববর্মা। দিনের খেলা: সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্তমিনি স্টেডিয়ামে ত্রিবেণী সংঘ বনাম লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

চন্দ্র মেমোরিয়াল এ ডিভিশন লীগ ফুটবলে রামকৃষ্ণ ফরোয়ার্ডের ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। খেলা ছিল মূলতঃ রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম ফরোয়ার্ড ক্লাবের মধ্যে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবলের দ্বিতীয় ম্যাচ গোলশূন্য ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। শুক্রবার বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে প্রথম সারির দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা খেলা দেখতে মাঠে প্রত্যাশিত সংখ্যক দর্শক এসেছিলেন। তবে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে দু দলের কেউ জয়সূচক গোলের সন্ধান দিতে পারেনি। স্বাভাবিক কারণে খেলা গোলশূন্য ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। দু-দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি পুরো ৯০ মিনিটের খেলায় তেমন কোনও অসদাচরণ জনিত ঘটনাও ঘটেনি যার জন্য রেফারিকে কোনও কার্ড দেখাতে হয়নি। ফরোয়ার্ড ক্লাবের কোনজেনি সিং প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দাস, সুকান্ত দত্ত ও রক্তিম সাহা। দিনের খেলা বিকেল তিনটায় টাউন ক্লাব বনাম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

শুক্রবার ফুটবলের নক্ষত্র সুরজিৎ সেনগুপ্তের জন্মদিন

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): সুরজিৎ সেনগুপ্ত। বাংলা তথা ভারতের ফুটবলের এক উজ্জল নাম। ৩০ আগস্ট তাঁর জন্মদিন। ভারতীয় ফুটবল তো বটেই একজন ভারতীয় বাঙালি ফুটবলার হিসেবে তিনি কলকাতার তিন প্রধানের হয়ে অসাধারণ ফুটবল খেলেছেন। এশিয়ান গেমসে ভারতের জাতীয় ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্বও করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বাংলার গৌরব পুরস্কার প্রদান করেছেন।

১৯৫১ সালের ৩০ আগস্ট হুগলি জেলার চুঁচুড়ায় তার জন্ম। ছোট থেকেই সুরজিৎ সেনগুপ্ত খেলাধুলার সঙ্গে পড়াশোনায় ছিলেন মেধাবী, তেমনই সংস্কৃতিমনস্ক। গানবাজনার প্রতি তাঁর ছিল গভীর টান। তবে ফুটবল খেলায় ছিল তাঁর প্রবল নেশা। অশ্বিনী বরাটের (ভোলাদার) হাত ধরে হুগলিতে ফুটবল জীবন শুরু হয় তাঁর। তারপর ফুটবলের আকর্ষণে কলকাতায় চলে আসেন সত্তর দশকের শুরুতে। যোগ দেন কলকাতা লিগের লোয়ার ডিভিশন রবার্ট হার্ডসন ক্লাবে এরপর ১৯৭০ সালেই চলে আসেন খিদিরপুর ক্লাবে, যেখানে কোচ ছিলেন অচ্যুত বন্দ্যোপাধ্যায় । কিছুদিনের মধ্যেই অচুত বন্দোপাধ্যায় প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন সুরজিৎ।

এরপর খিদিরপুর ক্লাবে অচুত ব্যানার্জীর হাতে তৈরি হয়ে সুরজিৎ সেনগুপ্ত কলকাতার তিনটি বড় ক্লাবে অসাধারণ ফুটবল খেলেছেন রাইট উইঙ্গার হিসাবে। তার প্রথম বড় ক্লাব ছিল মোহনবাগান। ১৯৭২-১৯৭৩ এই ২ বছর খেলেছেন মোহনবাগানে। এরপর ১৯৭৪ সাল হতে টানা ছয় বৎসর খেলেছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। ১৯৭৮ সালে তিনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অধিনায়ক হন।১৯৮০ সালে এক বছরই খেলেছেন মহামেডান ক্লাবে। আর ওই বছরেই তিনি মহমেডানকে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়নও করেছিলেন।পরের বছরেই চলে আসেন মোহনবাগানে এবং সেখানে তিন বছর খেলেছেন। কলকাতার ক্লাব ফুটবলে খেলার সঙ্গে তিনি রাজ্যের ও দেশের জাতীয় দলেও খেলেছেন। বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে ১৯৭৫ -৭৯ সালে টানা পাঁচ বার খেলেছেন। ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলা দলের অধিনায়ক হন। ১৯৭৪ সালে সুরজিৎ দেশের হয়ে এশিয়ান গেমসে খেলেন এবং ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত টানা ভারতীয় দলে খেলেছেন। ১৯৮৪ সালে ফুটবল থেকে তিনি অবসর নেন। ২০২২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের কালো দিন।সুরজিৎ সেনগুপ্ত কোভিডে আক্রান্ত হয়ে সেদিন কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান।

চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র: রিয়ালের সামনে লিভারপুল, বার্সার প্রতিপক্ষ বায়ার্ন

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম পর্বে পট ১-এর প্রতিপক্ষ দলগুলির তালিকা

রিয়াল মাদ্রিদ:বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, লিভারপুল, এসি মিলান, আতালান্তা, সালজবুর্গ, লিল, স্টুটগার্ট, ব্রেস্ত।

ম্যানচেস্টার সিটি:ইন্টার মিলান, পিএসজি, ক্লাব ব্রুগা, জুভেন্টাস, ফেইনুর্দ, স্পোর্তিং, স্পার্তা প্রাহা, ব্রাতিসলাভা।

বায়ার্ন মিউনিখ:পিএসজি, বার্সেলোনা, বেনফিকা, শাখতার, দিনামো জাগরেব, ফেইনুর্দ, ব্রাতিসলাভা, অ্যাস্টন ভিলা।

পিএসজি:ম্যানচেস্টার সিটি, বায়ার্ন মিউনিখ, আতলেতিকো মাদ্রিদ, আর্সেনাল, পিএসভি আইন্দহোভেন, সালজবুর্গ, জিরোনা, স্টুটগার্ট।

লিভারপুল:রিয়াল মাদ্রিদ, লাইপজিগ, লেভারকুসেন, এসি মিলান, লিল, পিএসভি আইন্দহোভেন, বোলোনিয়া, জিরোনা।

ইন্টার মিলান:লাইপজিগ, ম্যানচেস্টার সিটি, আর্সেনাল, লেভারকুসেন, জভেদা, ইয়াং বয়েজ, মোনাকো, স্পার্তা প্রাহা।

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড:বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, শাখতার, ক্লাব ব্রুগা, সেল্টিক, দিনামো জাগরেব, স্ত্রাম গ্রাজ, বোলোনিয়া

লাইপজিগ:লিভারপুল, ইন্টার মিলান, জুভেন্টাস, আতলেতিকো মাদ্রিদ, স্পোর্তিং, সেল্টিক, অ্যাস্টন ভিলা, স্ত্রাম গ্রাজ।

বার্সেলোনা:বায়ার্ন মিউনিখ, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, আতালান্তা, বেনফিকা, ইয়াং বয়েজ, জভেদা, ব্রেস্ত, মোনাকো।

প্যারালিম্পিক: অল্পের জন্য বিশ্বরেকর্ড হাতছাড়া জম্মু-কাশ্মীরের শীতল দেবীর

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): প্যারা অলিম্পিকের প্রথম দিন ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন জম্মু-কাশ্মীরের লোই ধর গ্রামের মাত্র ১৭ বছরের মেয়ে শীতল দেবী। দুটি হাত নেই তাঁর। প্যারিস প্যারালিম্পিকের শুটিং রেঞ্জে মেয়েদের কমপাউন্ড ওপেন ব্যাঙ্কিং পর্বে ৭০৩ পয়েন্ট করে বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন শীতল দেবী। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার বিশ্বরেকর্ড ভেঙেও বিশ্বরেকর্ড গড়া হল না শীতল দেবীর। কারণ, এক(৭০৪) পয়েন্টের জন্য তাঁকে ছাপিয়ে গেছেন তুর্কির তিরন্দাজ।তবে শীতল দেবী হয়ে গেছেন প্যারালিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে কনিষ্ঠ ভারতীয় প্যারা অ্যাথলিট। আর এই শীতলের হাত ধরেই ভারতের পদকের সম্ভবনা উজ্জ্বল বলেই মনে করছেন ভারতবাসীরা।

উয়েফা থেকে বিশেষ পুরস্কার পেলেন পর্তুগিজ তারকা রোনাল্ডো

মোনাকো, ৩০ আগস্ট (হি.স.): মোনাকোতে বৃহস্পতিবার উয়েফার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২০২৪-২৫ মরসুমের ড্র অনুষ্ঠানে উয়েফা থেকে বিশেষ সম্মাননা পেলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বোচ্চ ১৪০ গোল করার জন্য তাকে এই বিশেষ পুরস্কার দিল ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। উয়েফা প্রেসিডেন্ট আলেকজেন্ডার সেফেরিনের কাছ থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন এই পর্তুগিজ তারকা। ৩৯ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড এখন খেলছেন সৌদি লিগে।

পুরস্কার পেয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের স্মৃতিচারণ করে রোনাল্ডো বলেছেন, "আমার জন্য এখানে আসাটা সব সময় আনন্দের। উয়েফাকে ধন্যবাদ এমন একটা দারুণ সম্মাননার জন্য।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রাজ্যের বন্যা ত্রাণে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ১৫ কোটি, রাজ্যপাল ১ মাসের বেতন

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: রাজ্যের বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে ত্রাণ কাজে সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার আহ্বানের পর আর্থিক অনুদান প্রদানে ব্যাপক গতি এসেছে।

শুক্রবার ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই সহ বহু ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠন বন্যা ত্রাণ প্রদানে মানবিক মুখ নিয়ে এগিয়ে এলেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে বন্যার কারনে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাঁই ও ছত্তিসগড় সরকারকে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। তিনি বন্যা ত্রাণে ১৫ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা করেছেন।

আপনাদের সকলের সার্বিক সহযোগিতায় এই বিপর্যয়কে মোকাবিলা করে আমরা শীঘ্রই বিকাশের মুল ধারায় সংযুক্ত হবো।

অপর এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, বন্যাপীড়িত নাগরিকদের সহায়তার জন্য রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা নাল্লু রেড্ডি তাঁর এক মাসের বেতন বাবদ ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮০০ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন। মাননীয় রাজ্যপালের পক্ষ থেকে সচিব উত্তম কুমার চাকমা এই অর্থ রাশি সম্বলিত চেক আজ আমার হাতে তুলে দেন। এজন্য রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে আজ বন্যা ত্রাণে আর্থিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন রূপক সাহা এবং অর্পিতা সাহা (শ্যাম সুন্দর কো): ৫,০০,০০১ টাকা, স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা (সিট): ১৫, ০১,১৭৭ টাকা, গোপাল চন্দ্র নাগ (স্বর্ণ কমল জুয়েলার্স): ১,০১,০০০ টাকা, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন: ১,৫০,০০০ টাকা, অনিক ক্লাব: ১০,০০০ টাকা, ত্রিপুরা ল ক্লার্কস এসোসিয়েশন: ১০,০০০ টাকা, ডাঃ অনিন্দিতা দাস সরকার: ১০,০০০ টাকা, বাংলা সংস্কৃতি বলয়: ২৫,০০০ টাকা, শিশির রঞ্জন ভৌমিক: ২০,০০০ টাকা, সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস: ১৫, ০০০ টাকা, প্রণজিৎ বণিক ও বিজেপি গোমতী জেলা আইটি ও এসএম: ১২,০০০ টাকা।

এর পাশাপাশি পিয়ালী রায়: ২৫, ০০০ টাকা, ত্রিপুরা রাজ্য এনএসএস সেল: ৫০,০০০ টাকা, কসমোপলিটান ক্লাব: ৩১,০০০ টাকা, সমস্ত মন্ত্রীর সিএ: ৩০,০০০ টাকা, ইউকো ব্যাংক অফিসার্স এসোসিয়েশন: ৩২,০০১ টাকা, ডাঃ দীপায়ন সরকার (ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি, আগরতলা): ৫০,০০০ টাকা, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম: ৩৫, ০০০ টাকা, হাবুল ধর ও ঋদ্ধি ধর, শান্তি পাড়া: ৫১,০০০ টাকা, সাক্ষি দাস, ব্যবসায়ী: ২,০০,০০০ টাকা, ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক বিভাগের কর্মচারী বৃন্দ: ১,০০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

বন্যা ত্রাণে মানবিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য সমস্ত দাতাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সাংসদ বিপ্লবের উদ্যোগে বিটারবনে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট: সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের উদ্যোগে রাজধানীর দুর্গা চৌমুহনী বিটারবন এলাকায় বন্যা দূর্গতদের জন্য ৬০০ প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। এদিন সানীয় বিজেপি নেতৃত্বরা তাঁদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিয়েছেন।

এদিন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ভয়াবহ বন্যায় রাজ্যের একাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ আজ ঘরবাড়ি ছেড়ে অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছন। কিন্তু দূর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্য সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সহয়তায় প্রদান করার আশ্বাস দিয়েছে। তাছাড়া, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্য দূর্যোগ মোকাবিলায় আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে আসছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, বন্যায় ৬ আগরতলা বিধানসভায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ওই বিধানসভায় প্রায় ৬০০ ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। তাই ক্ষতিগ্রস্থদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

গ্রামকে শক্তিশালী করার পথ আরও মসৃণ করেছেন মোদি ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট: গ্রামকে শক্তিশালী করার পথ আরো মসৃণ করেছেন নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার জিরানিয়া আরডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

জিরানিয়া আর ডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আর এই অনুষ্ঠানে নব নির্বাচিত ১১জন সদস্য-সদস্যা শপথ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন হিসেবে প্রীতম দেবনাথ এবং ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন রূপালী দাস।

এদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ছাড়াও অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কার্যকর্তাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে গ্রামে নতুন সরকার ঘটন করছে। তাই তিনি এদিন নতুন সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

পাশাপাশি তিনি বলেন গ্রামকে শক্তিশালী করা মানে ভারতকে শক্তিশালী করা। আর এটাকে বাস্তবায়িত করার করার জন্য, এরপর আরো মসৃণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি। আর সেই দিশায় কাজ করার ফলেই রাজ্যের মানুষ পুনরায় বিজেপি সরকার উপর আস্থা রেখেছে।

খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩০ আগস্ট: বন্যায় দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালো খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজ। খোয়াই মহকুমার খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত পহরমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাল্লারবের এলাকার বন্যাদুর্গত ৪০ পরিবারের মাঝে শুক্রবার দুপুরে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের উদ্যোগে বন্যাদুর্গত পরিবার প্রতি মাঝে ১০কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি লবন, তেল ও সাবান, সয়াবিন এবং একটি করে বেডশীট দেওয়া হয়। এদিন ওই এলাকায় গিয়ে প্রতিটা পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রিক গুলি তুলে দেওয়া। একদিন উপস্থিত ছিলেন মেমোরিয়াল কলেজের প্রিন্সিপাল খোকন মজুমদার , কলেজ টিচার কাউন্সিলের সচিব বাবুরাম স্বামী সহ কলেজের সকল অধ্যক্ষরা উপস্থিত ছিল।

এদিন ত্রান সামগ্রী বিতরণ শেষে জানান প্রিন্সিপাল খোকন মজুমদার, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন তারা। তাদের নিজস্ব উদ্যোগে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেছেন। যদি সম্ভব হয় আগামী দিনেও এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সাথে কথা বলবেন।

মন্ডল সভাপতিকে প্রাণ নেশার হুমকি এসডিপিও -র নিকট ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩০ আগস্ট: বৃহস্পতিবার রাতে কমলপুর যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি মৃন্ময় ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে গিয়ে প্রাননাশের হুমকি দেয় দুষ্কৃতীকারীরা। যার ফলে কমলপুরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

শুক্রবার ঘটনার তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য কমলপুর থানায় এসডিপিও আয়ুস শ্রীবাস্তবের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন কমলপুর যুব মোর্চার মন্ডলের এক প্রতিনিধি দল। ডেপুটেশনকালে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর যুব মোর্চার মন্ডল সহ সভাপতি জয়দ্বীপ মজুমদার, যুব মোর্চার মন্ডল সাধারন সম্পাদক দীপঙ্কর সিনহা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

কমলপুর যুব মোর্চার মন্ডল সহ সভাপতি জয়দ্বীপ মজুমদার ডেপুটেশন প্রদান করার পর জানান, গতকাল রাতে সজল গোপ দলবল নিয়ে কমলপুর যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি মৃন্ময় ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে গিয়ে মৃন্ময় ভট্টাচার্য্যকে বাড়িতে না পেয়ে তার বয়স্ক মা বাবা কে বলে কাল সকালের মধ্যে মৃন্ময়ের প্রান নাশ করা হবে বলে হুমকি দেয়। এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

নোয়াগাও পঞ্চায়েতে শপথ গ্রহন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩০ আগস্ট: কমলপুর দুর্গাচৌমুহনি ব্লক ''র অধীন নোয়াগাও পঞ্চায়েতে আজ এগারোজন সদস্য শপথ গ্রহণ করলো। প্রথমে বিলাসছড়া, বালিগাও পঞ্চায়েতের পর নোয়াগাও পঞ্চায়েতে শপথ বাক্য পাঠ হয়। নোয়াগাও কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ছিলেন

পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ আগস্ট: ভারতচন্দ্রনগর পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সদস্য সদস্যাদের আজ শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শপথ বাক্য পাঠ করান মহকুমা পঞ্চায়েত অফিসার শুভব্রত ভট্টাচার্য।

দুপুর বারোটায় ব্লকের দ্বিতল ভবনের কনফারেন্স হলে প্রথমে পঞ্চায়েত সমিতির ১১জন নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহনের পর সর্ব সম্মতিক্রমে পুতুল পাল বিশ্বাস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন ভাইচ চেয়ারম্যান হয়েছেন দীপক মজুমদার।

এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, পুর কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, মৃনাল দত্ত গুপ্ত, প্রাক্তণ বিধায়ক দীলিপ চৌধুরী, সমাজ সেবক গৌতম দত্ত গুপ্ত সহ পঞ্চায়েত গ্রাম প্রধান উপপ্রধান সহ এলাকার জনগণ।

নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস দায়িত্ব ভার গ্রহন করার পর আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন ভারত চন্দ্র নগরের প্রত্যেক টি পঞ্চায়েত বন্যায় বিধ্বস্ত। সরকার আমাদের সাহায্য করছে সরকারী সাহায্য গুলো যাতে সঠিক ভাবে আমরা জনগনের কাছে পৌছে দিতে পারি তার জন্য প্রধান উপপ্রধান সকল পঞ্চায়েত সদস্য এবং সকল অংশের জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন।

বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজ্যে ৩২৯টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে ঃ রাজস্ব সচিব

আগরতলা, ৩০ আগস্ট : বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে আজ বিকাল পর্যন্ত রাজ্যে ৩২৯টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে। ত্রাণ শিবিরগুলিতে ১৭,৯৩৯ জন মানুষ আশ্রিত রয়েছেন। তাদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এ সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, সাম্প্রতিক বন্যার পর প্রথমবারের মতো আজ সোনামুড়ায় গোমতী নদীর জলস্তর বন্যাস্তর থেকে নিচে নেমে এসেছে। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি সর্বোচ্চস্তরে নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই পুরো রাজ্যকে ''প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভাবিত এলাকা'' হিসাবে ঘোষণা করেছে। বন্যায় রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৩২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, ২ জন আহত হয়েছেন এবং ১ জন নিখোঁজ রয়েছেন। মৃত ৩২ জনের মধ্যে ১৯ জন ভূমিধুসে, ১২ জন জলে ডুবে এবং বসত বাড়ি ভেঙ্গে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ত্রাণ শিবিরগুলিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং জলবাহিত রোগ যাতে না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব সচিব জানান, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব বি সি যোশীর নেতৃত্বে আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল (আইএমসিটি) ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন বন্যাদুর্গত স্থান পরিদর্শন করছেন। আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলটি আজ বন্যার ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের জন্য সিপাহীজলা এবং খোয়াই জেলার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন।

রাজস্ব সচিব জানান, বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৪ হাজার ৭৩৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪,৫৯০ টি বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। ধলাই জেলা, সিপাহীজলা জেলা, গোমতী জেলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ১৪৪টি বিদ্যালয় এখনও খোলা যায়নি। এছাড়াও গতকাল থেকে রাজ্যের ৯ হাজার ২৭৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পুনরায় চালু করা হয়েছে। বাকি ৯৩৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হোম রেশনের সুবিধা নিয়ে কাজ করছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব সচিব জানান, গত ২৭ আগস্ট থেকে কলেজগুলিতে একাডেমিক কর্মসূচি পুনরায় শুরু হয়েছে। অধিকাংশ কলেজেই শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর কলেজে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার আরও বাড়বে বলে সচিব আশা প্রকাশ করেন।

তিনি জানান, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক কোর্সের চলতি সেমিস্টার পরীক্ষার দিনক্ষণ পুনর্নির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সেই অনুসারে ২০২৪ সালের সমস্ত চলতি সেমিস্টার পরীক্ষা যা গত ১৩ আগস্ট, ২০২৪-এ শুরু হয়েছিল সেগুলি ২০ আগস্ট থেকে ২০২৪-এর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, রাজস্ব দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুমিত লোধ, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের স্টেট প্রজেক্ট অফিসার শরৎ কুমার দাস।

দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে যান দুর্ঘটনা অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট: বেপরোয়া গতির বলি হতে অল্পেতে বেঁচেছেন বাঁশ বোঝাই গাড়ির চালক, সহচালক ও শ্রমিকরা। বোলেরো গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে বাঁশ বোঝাই গাড়ি উল্টে গেছে। তবে, তাঁরা অক্ষত রয়েছেন। বোলেরো গাড়ি পালিয়ে গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে বাগমা বাজার গ্রামীণ ব্যাংক সংলগ্ন জাতীয় সড়কে বাঁশ বোঝাই গাড়ির সাথে বোলোরো গাড়ির সংঘর্ষ হয়েছে। তাতে, নিয়ন্ত্রন হারিয়ে সড়কের পাশে বাঁশ বোঝাই গাড়িটি উল্টে গেছে। বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে সাথে সাথে স্থানীয় মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন। তাঁরা পুলিশে খবর দিয়েছেন। ওই দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর নেই।বাঁশ বোঝাই গাড়ির চালক গোপাল দত্ত জানিয়েছেন, বোলেরো গাড়ির চালকের অসাবধানতার কারণে দূর্ঘটনাটি ঘটেছে। অল্পেতে তাঁরা প্রাণে বেঁচেছেন।

কৃষক সভার সর্বভারতীয় সহসভাপতির নেতৃত্বে বন্যা বিধ্বস্ত সোনামুড়ার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩০ আগস্ট: সারা ভারত কৃষক সভার সর্বভারতীয় সহসভাপতির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শুক্রবার বন্যা বিধ্বস্ত সোনামুড়ার বিভিন্ন এলাকা সফর করেছেন। সফরকালে তারা বন্যা বিধ্বস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

সারা ভারত কৃষক সভার সর্বভারতীয় সহসভাপতি তথা সাংসদ অমরারাম, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব পি কৃষ্ণ প্রসাদ, পবিত্র করসহ অন্যান্যরা শুক্রবার সোনামুড়া মহকুমা সফর করেন এবং সেই এলাকার কৃষকদের সাথে কথা বলেন। বন্যায় দুর্গত কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে তারা বলেন এবারের বন্যায় কৃষকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। মাথা তুলে দাঁড়ানো কৃষকদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক কৃষককে পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং সার বীজ কীটনাশক সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহযোগিতা করার জন্য রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সংগঠনের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

রাজ্য সফরকারী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি দল বন্যা কবলিত জেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন শুক্রবার। তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেন। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বন্যা কবলিত অঞ্চল পরিদর্শনে আসেন এক প্রতিনিধি দল। এদিনের এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন রমেশ কুমার, পিকে মিনা , শশাঙ্ক ভূষণ। তাছাড়া এই প্রতিনিধি দলের সাথে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলাশাসক চাঁননি চন্দন সহ অন্যান্য আধিকারিকগন।

এদিনের এই প্রতিনিধি দলটি খোয়াইয়ের জামিরা অঞ্চল , চেব্রি অঞ্চল, খোয়াই নদীর পার্শবর্তী অঞ্চল, ঘিলাতলী ঘাট, পশ্চিম দুর্গাপুর সহ অন্যান্য বন্যা কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সহ অন্যান্যদের সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে কথা বলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

জিরানীয়া মহকুমায় জনসাধারণের চলাচলের উপর বিধিনিষেধের সময়সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সমগ্র জিরানীয়া মহকুমায় শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্প্রীতি অটুট রাখতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-র ১৬৩নং ধারায় জনসাধারণের চলাচলের উপর বিধিনিষেধের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার আজ এক আদেশে এই বিধিনিষেধের সময়সীমা বৃদ্ধি করে জানিয়েছেন, এই আদেশ ৩১ আগস্ট, ২০২৪ রাত ১টা থেকে আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রাত ১টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

আদেশে আরও বলা হয়েছে এই বিধিনিষেধ সামরিক/ আধা সামরিক / রাজ্য পুলিশের জওয়ানদের ক্ষেত্রে যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবেনা। তাছাড়াও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ও জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসকের বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরী সরকারি কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি, তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এই আদেশ প্রযোজ্য হবেনা। এই আদেশ অমান্য করলে বিএনএস, ২০২৩ এর ২২৩নং ধারায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ থেকে বিবেকনগরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছেন।

রাজ্যের বন্যাকে জাতীয় দুর্যোগ হিসাবে ঘোষণার দাবি কৃষক সভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট: ত্রিপুরার বন্যাকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করার জন্য দাবি জানালো সারা ভারত কৃষক সভা। পাশাপাশি মৃতদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ, কৃষকের সমস্ত ঋণ মুকুব সহ ২০০ দিনের কাজ এবং রেগার অধীনে দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি ও গৃহহীনদের ঘর তৈরি করার দাবি জানানো হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি জানানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার সর্বভারতীয় সহসভাপতি তথা সাংসদ অমরারাম, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব পি কৃষ্ণ প্রসাদ, পবিত্র করসহ অন্যান্যরা।

এদিন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নলচর, সোনামুড়া, বেজিমারা এবং বিলোনিয়া গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং ধ্বংসযজ্ঞের শিকার পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেন। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃত্বরা বলেন, ত্রিপুরায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এটাই সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ কৃষি ও মৎস্যসহ সংশ্লিষ্ট খাতের ওপর নির্ভরশীল। চাষিরা চাষে বিনিয়োগের সবটুকুই হারিয়ে ফেলেছে এবং ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে আয় বৃদ্ধির তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। হাজার হাজার বাড়ি জলের তোরে ভেঙে পড়েছে।

সাংসদ আমরারাম বলেন, তিনি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অনেক স্মারকলিপি পেয়েছেন এবং তারা অভিযোগ করেছেন যে কোনো রাজস্ব কর্মকর্তারা গ্রামে যাননি এবং ক্ষতির কোনো মূল্যায়ন নিশ্চিত করেননি। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের কাছে মারাত্মক ধ্বংসলীলা গ্রহণ এবং সংসদে উত্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।এআইকেএস প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা এবং রাজ্য সরকারের কাছে ত্রিপুরায় বন্যা এবং ভূমিধসকে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাতে জোরালো ভাবে দাবি জানিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 8/31/2024, 1:19 AM